একাদশ অধ্যায়

ভাষা আন্দোলন ও পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ

ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলন। পরবর্তীকালে এই আন্দোলন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ম দেয়। বাঙালি জাতয়িতাবাদী চেতনা বিকাশের প্রথম পদৰেপ ছিল এই আন্দোলন। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির অধিকার হরণের চেষ্টায় লিপ্ত ছিল।১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে এই আন্দোলন ব্যাপক রূ প লাভ করল। সারা দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে উঠল। পৃথিবীতে ভাষার জন্য প্রথম শহিদ হলেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার এবং অনেকে। ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীৰা দিল।

শিখনফল

- ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতির প্রেৰাপট এবং এর মর্যাদা বর্ণনা করতে পারবে।
- নতুন রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবে।
- যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং তৎপরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ মূল্যায়ন করতে পারবে।
- ভাষা আন্দোলনের প্রতি সম্মান পোষণের মাধ্যমে ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে আগ্রহী হবে।
- রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে ভাব বিনিময়ে উৎসাহী হবে এবং অপরকেও উৎসাহী করতে পারবে।

অধ্যায়ের গুরবত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংৰেপে জেনে রাখি

ভাষা আন্দোলনে নারী : আটচলিরশ ও বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলনের পূর্বাপর ঘটনাপ্রবাহ ও আন্দোলনের সঙ্গে নারী সমাজ বিশেষভাবে সম্পৃক্ত ছিল। রাজপথের আন্দোলন থেকে পূর্ববাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে বাংলা ভাষার পৰে তারা ছিলেন আপোষহীন।

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গুরবত্ব : ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের পরের বছর থেকে প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি বাঙালির শহিদ দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। ২১–এর প্রভাতফেরি ও প্রভাতফেরির গান বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতি রক্তের বিনিময়ে মাতৃভাষার মর্যাদা রৰা করেছিল। বিশ্বের ইতিহাসে অনন্য সাধারণ ঘটনা হিসেবে আমাদের ভাষা ও শহিদ দিবস আজ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি লাভ করেছে। ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ নভেম্বর প্যারিসে ইউনেস্কোর অধিবেশনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ২০০০ খ্রিষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে এই দিবস আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার বিদ্যমান রাজনৈতিক ভাবাদর্শ : ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান সৃষ্টির সময় পূর্ব বাংলায় প্রধানত তিনটি রাজনৈতিক দল বা ধারা বিদ্যমান ছিল। ১. ধর্মীয় আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক ধারার প্রতিনিধিত্বকারী মুসলিম লীগ, ২. অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও গণতান্ত্রিক ধারার দল জাতীয় কংগ্রেস, ৩. বিপরবী সাম্যবাদী ধারার কমিউনিস্ট পার্টি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই মুসলিম লীগের অগণতান্ত্রিক আচরণ, দমননীতি, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সীমাহীন বৈষম্য, বাংলা ভাষার অবমাননা ইত্যাদি কারণে মুসলিম লীগের অনেক নেতা মর্মাহত হন। বাংলার মুসলিম লীগের সংস্কারপন্থী নেতারা মুসলিম লীগ ত্যাগ করে গড়ে তোলেন আওয়ামী মুসলিম লীগ। জন্ম থেকেই আওয়ামী মুসলিম লীগ অসম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেৰ রাজনৈতিক চেতনায় বিশ্বাসী ছিল। ফলে ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে 'আওয়ামী লীগ' নাম ধারণ করে এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য এর দ্বার খুলে দেওয়া হয়। ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে 'ছয় দফা' দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ প্রকৃতই আওয়ামী বা জনগণের দলে পরিণত হয়।

যুক্তফ্রন্ট এবং প্রাদেশিক নির্বাচন (১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ) : ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট গঠন ছিল বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরবত্বপূর্ণ অধ্যায়। মূলত এ নির্বাচন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি মুসলিম লীগ শাসক ও তার দোসরদের শোষণের বিরবদ্ধে এক 'ব্যালট বিপরব'।

১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের সংবিধান : সংবিধান একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। সংবিধানের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম নেওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন পর্যায়ে দ্রবত সংবিধান রচনার দাবি উঠে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর অনিচ্ছায় নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ভারত স্বাধীনতা আইন দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। বহু ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের সংবিধান প্রণীত হলেও তা মাত্র দুই বছর স্থায়ী ছিল। ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করলে পাকিস্তানে সাংবিধানিক শাসনের অবসান ঘটে।

বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **কার নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন 'তমদ্দুন মজলিশ' গঠিত হয়?**
ক ড. কাজী মোতাহার হোসেন ● অধ্যাপক আবুল কাশেম
গ জনাব আবুল মনসুর আহমদ ঘ ড. মুহম্মদ শহীদুলৱাহ

২. **১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয়বারের মতো রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়–**
i. ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূ পদানের জন্য
ii. পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে অন্তর্ভুক্তির জন্য
iii. আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রতিবাদ জানাতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● ii গ i ও iii ঘ ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
টেলিভিশনে লোকজ গানের অনুষ্ঠান হচ্ছিল। মিথিলা বেশ আগ্রহ নিয়ে অনুষ্ঠানটি দেখছিল। কিন্তু তার ছোট ভাই মিঠুন কেবলই চ্যানেল পরিবর্তন করে ইংরেজি কার্টুন দেখতে চেষ্টা করছিল। মিঠুনের মতে, ঐসব গানের শ্রোতা হচ্ছে গ্রামের লোক। তার বোনের এসব গানপ্রীতি বেমানান লাগে।

৩. **মিথিলা কোন আন্দোলনের চেতনায় অনুপ্রাণিত?**
ক অসহযোগ আন্দোলন
খ খিলাফত আন্দোলন
● ভাষা আন্দোলন
ঘ স্বাধিকার আন্দোলন

৪. **উক্ত চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে মিথিলা হতে পারেন–**
i. দেশপ্রেমিক ii. জাতীয়তাবাদী
iii. প্রতিবাদী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ ▸▸ যুক্তফ্রন্ট এবং প্রাদেশিক নির্বাচন

সবুজনগর অঞ্চলের নির্বাচনে ৰমতাসীন প্রভাবশালী দলের নেতাকে মোকাবিলা ও পরাজিত করার জন্য ছোট ছোট দলগুলো একতাবদ্ধ হয়। তারা জনগণের আশা–আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য এক সুদীর্ঘ নির্বাচনি ইশতেহার প্রকাশ করে। জনগণ উক্ত জোটের উপর সার্বিক আস্থা রেখে তাদের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে নির্বাচনে জোটের নেতৃবৃন্দ বিপুল ভোটে জয়ী হন এবং ৰমতাসীন দলের নেতা চরমভাবে পরাজিত হন।

ক. আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতি কে ছিলেন?
খ. 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গড়ে তোলা হয় কেন?
গ. সবুজনগর অঞ্চলের ছোট দলগুলো স্বাধীনতাপূর্ব কোন নির্বাচন থেকে শিৰা গ্রহণ করে একতাবদ্ধ হয়? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'ৰমতাসীন ও প্রভাবশালী হলেই নির্বাচনে জয়ী হওয়া যায় না'– পাঠ্যপুস্তকের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতি ছিলেন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী।

খ দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম লীগের এক অংশ যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ও সংস্কারপন্থী ছিল, তাদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি মদদপুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল অপর অংশ নানাভাবে দমন, নিপীড়ন চালাতে থাকে। দেশ শাসনে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে এই প্রতিক্রিয়াশীল অংশ জনগণ থেকে ক্রমেই দূরে সরে যেতে থাকে। ফলে সংস্কারপন্থীরা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতি, সংবিধান প্রণয়ন, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন ইত্যাদি দাবি নিয়ে গড়ে তোলেন আওয়ামী মুসলিম লীগ।

গ সবুজনগর অঞ্চলের ছোট দলগুলো স্বাধীনতাপূর্ব ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচন থেকে শিৰাগ্রহণ করে একতাবদ্ধ হয়।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট গঠন ছিল বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ৰমতাসীন মুসলিম লীগের শাসনের চরম ব্যর্থতার ফলে পূর্ব বাংলার সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলো মুসলিম লীগকে পরাজিত করার কৌশল হিসেবে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করার পরিকল্পনা নেয়। এ লৰ্যে তারা যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। মূলত চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্ট জনগণের আশা–আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য ২১ দফা নির্বাচনি ইশতেহার প্রকাশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ৩০৯টি আসনের মধ্যে ২২৩টি আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। আর ৰমতাসীন মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি আসন। অনুরূপ ভাবে উদ্দীপকেও দেখা যায়, সবুজনগর অঞ্চলের নির্বাচনে ৰমতাসীন প্রভাবশালী দলের নেতাকে মোকাবিলা ও পরাজিত করার জন্য ছোট ছোট দলগুলো একতাবদ্ধ হয়। তারা জনগণের আশা–আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য এক সুদীর্ঘ নির্বাচনি ইশতেহার প্রকাশ করে। জনগণ উক্ত জোটের উপর সার্বিক আস্থা রেখে তাদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে নির্বাচনে জোটের নেতৃবৃন্দ বিপুল ভোটে জয়ী হন এবং ৰমতাসীন দলের নেতা চরমভাবে পরাজিত হন। সবুজনগর অঞ্চলের এই নির্বাচনে ছোট দলগুলোর একতাবদ্ধ হওয়া ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের শিৰার প্রতিফলন।

ঘ সবুজনগর অঞ্চলের নির্বাচন পাঠ্যবইয়ের ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচনের মাধ্যমে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে যে, ৰমতাসীন ও প্রভাবশালী হলেই নির্বাচনে জয়ী হওয়া যায় না। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মুসলিম লীগ ছিল পুরাতন ও বড় দল। এছাড়া পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক সরকার পরিচালনা করত মুসলিম লীগ। কিন্তু ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচনে মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসন লাভ করে এবং মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি আসন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচন ছিল মুসলিম লীগের অন্যায়, বৈষম্যমূলক ও ব্যর্থ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ। বাঙালি জাতি এ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগকে বুঝিয়ে দেয় যে, তারা পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগকে আর চায় না। তারা যুক্তফ্রন্টের তরুণ নেতৃত্বের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তারা ৰমতাসীন মুসলিম লীগের প্রতি ভোটের মাধ্যমে ধিক্কার জানায়। সর্বোপরি এ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগ ও অবাঙালি নেতৃত্বের প্রতি বাঙালির মনে ব্যাপক অনাস্থা জন্মায়। তারা বুঝতে পারে পশ্চিম পাকিস্তানি ও তাদের এ দেশীয় দোসরদের দ্বারা বাঙালির প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয়। ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলাবাসী স্বায়ত্তশাসনের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে। মুসলিম লীগ ৰমতাসীন ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল হয়েও ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে পরাজিত হয়। সুতরাং এ কথা প্রমাণিত হয় যে, ৰমতাসীন ও প্রভাবশালী হলেই নির্বাচনে জয়ী হওয়া যায় না।

প্রশ্ন– ২ ▸▸ ভাষা আন্দোলন

পলাশ তার বন্ধু ডেভিডের জন্মদিনে মোবাইল ফোনে মেসেজে ইংরেজি অৰরে 'SHUVO JONMODIN' কথাটি লিখে পাঠায়। পাশ্চাত্য ভাবধারায় বেড়ে ওঠা ডেভিড তার বন্ধুর কাজটিকে সমর্থন করেনি। সে ইংরেজিতে জন্মদিনের প্রচলিত মেসেজে 'HAPPY BIRTH DAY' আশা করেছিল।

ক. ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন?
খ. ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্ববাংলা ভাষা কমিটি কেন গঠিত হয়?
গ. পলাশের মানসিকতায় কোন আন্দোলনের প্রভাব লৰ করা যায়? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. তুমি কি মনে কর ডেভিডের চিন্তা–চেতনা বাংলা ভাষা বিকাশের অন্তরায়? যুক্তি দাও।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন।

খ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে করাচিতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান শিৰা সম্মেলনে বাংলা ভাষা আরবি হরফে লেখার প্রস্তাব দেওয়া হয়। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এর প্রতিবাদ করেন। আরবি হরফে বাংলা লেখার ষড়যন্ত্রের প্রচেষ্টা হিসেবে বাংলা ভাষা সংস্কারের নামে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে 'পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি' গঠন করা হয়।

গ পলাশের মানসিকতায় ভাষা আন্দোলনের প্রভাব লৰ করা যায়। কারণ ভাষা আন্দোলনের মূল লৰ্যই ছিল বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা, বাঙালির মুখের ও লেখার ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। মূলত ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানিদের ওপর নানা ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ করে। পুরো পাকিস্তানের মোট জনগোষ্ঠীর ৫৬ শতাংশ জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যালগিষ্ঠ মাত্র ৩.২৭ শতাংশ জনগোষ্ঠীর ভাষা উর্দুকে তারা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে

দিতে চেয়েছিল। এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে এই আন্দোলন ব্যাপক রূ প লাভ করে। এই আন্দোলনে সালাম, বরকত, রফিকসহ আরও অনেকে শহিদ হন। অবশেষে শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের দাবি মেনে নেয়। উদ্দীপকে দেখা যায়, পলাশ তার বন্ধু ডেভিডের জন্মদিনে মোবাইল ফোনে মেসেজে ইংরেজি 'SHUVO JONMODIN' কথাটি লিখে পাঠায়। এ বিষয়ের মাধ্যমে পলাশের মানসিকতায় ভাষা আন্দোলনের প্রভাব ফুটে ওঠে।

ঘ আমি মনে করি ডেভিডের চিন্তা চেতনা বাংলা ভাষা বিকাশের অন্তরায়। কারণ, ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলন। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের প্রথম পদক্ষেপ ছিল এই ভাষা আন্দোলন। ভাষার জন্য শহিদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার এবং আরও অনেকে। আন্দোলনকারীদের দাবি ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করা এবং পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা। বহু ত্যাগ তিতিক্ষার পর আমরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পেয়েছি। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়। বিশ্বের ইতিহাসে অনন্য সাধারণ ঘটনা হিসেবে আমাদের ভাষা ও শহিদ দিবস আজ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি লাভ করেছে। ভাষা আন্দোলনের এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পলাশ তার বন্ধু ডেভিডকে জন্মদিনে মোবাইল ফোনে SHUVO JONMODIN কথাটি লিখে পাঠায়। পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রচলিত মেসেজ HAPPY BIRTH DAY সে লেখেনি। বাংলা ভাষা চর্চা না করে বিদেশি ভাষা চর্চা করলে নিজস্ব সংস্কৃতিকে বিসর্জন দেওয়া হয়। বাংলা ভাষার বিকশিত হওয়ার সুযোগ থাকে না। এতে বাংলা ভাষার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। এতে বাঙালি চেতনাবোধ নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং ডেভিডের চিন্তা–চেতনা বাংলা ভাষা বিকাশের অন্তরায়।

পরীক্ষা প্রস্তুতি

এ অংশে সংযোজন করা হয়েছে– বোর্ড ও সেরা স্কুলসমূহের বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর, বিষয়ক্রম অনুযায়ী মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর এবং নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর। এ অংশের সঠিক অনুশীলন শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. যুক্তফ্রন্ট কয় সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়? [স. বো. '১৬]
ক ১০ খ ১২ ● ১৪ ঘ ১৮

২. কার নেতৃত্বে 'তমদ্দুন মজলিস' গঠিত হয়? [স. বো. '১৫]
ক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ● অধ্যাপক আবুল কাসেম
গ অলি আহাদ ঘ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

৩. ভাষা আন্দোলন ব্যাপক রূ প লাভ করে কত খ্রিস্টাব্দে? [নাটোর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়]
ক ১৯৫০ ● ১৯৫২ ঘ ১৯৫৪ গ ১৯৫৬

৪. পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার কত ভাগের ভাষা ছিল উর্দু? [সরকারি ইকবালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা]
ক ১.২৭% ● ৩.২৭%
গ ৪.২৭% ঘ ৮.২৭%

৫. কত খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়? [বীরগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, দিনাজপুর]
ক ১৯৪৪ খ ১৯৪৫ গ ১৯৪৬ ● ১৯৪৭

৬. ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের কত তারিখে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনা হয়েছিল? [মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
● ১৪ আগস্ট খ ১৫ আগস্ট
গ ২৪ আগস্ট ঘ ২৫ আগস্ট

৭. পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেয় কেন? [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]
ক উর্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বলে
● বাংলার সংস্কৃতি ধ্বংস করার জন্য
গ মানুষের অনুরোধে
ঘ জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে

৮. ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন কোনটি? [ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজ, ঢাকা]
ক রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ● তমদ্দুন মজলিশ
গ রাষ্ট্রভাষা মুক্তি পরিষদ ঘ রাষ্ট্রভাষা বক্তা পরিষদ

৯. 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' কখন গঠিত হয়? [কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, ঠাকুরগাঁও]
● ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে খ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে
গ ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ঘ ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে

১০. কত তারিখে দ্বিতীয় বারের মতো রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়? [বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
● ২ মার্চ খ ৩ মার্চ গ ৪ মার্চ ঘ ৫ মার্চ

১১. রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নতুন কমিটি ১১ মার্চ কিসের দাবিতে ধর্মঘট পালন করেন? [বীরগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুড়িগ্রাম]
ক বাংলাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষার দাবিতে
খ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে
গ বাংলাকে লেখ্য ভাষার দাবিতে
● বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার দাবিতে

১২. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সময় ছাত্ররা না না ধ্বনি দিয়ে ওঠে কেন? [বীরগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুড়িগ্রাম]
● উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলায়
খ বাংলাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলায়
গ বাংলা ও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা বলায়
ঘ আরবিকে রাষ্ট্রভাষা বলায়

১৩. 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'– এই বক্তব্য কোন আন্দোলনকে গতিশীল করে? [মোহাম্মদপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]
● ভাষা আন্দোলন খ ছয় দফা আন্দোলন
গ ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ঘ ছাত্রদের এগারো দফা আন্দোলন

১৪. লিয়াকত আলী খান কখন নিহত হন? [পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর]
ক ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ● ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে
গ ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ঘ ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে

১৫. লিয়াকত আলী খান কীভাবে নিহত হন? [পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]
ক যুদ্ধে খ দাঙ্গায়
গ আত্মহত্যায় ● আততায়ীর হাতে

১৬. আসলাম ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানের একজন প্রধানমন্ত্রীর নিহত হওয়ার কথা বলেন। তিনি আততায়ী কর্তৃক নিহত হন। আসলামের বর্ণনার সাথে সাদৃশ্যতা রয়েছে কোন প্রধানমন্ত্রীর? [সারদা সুন্দরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ফরিদপুর]
ক খাজা নাজিমুদ্দীনের ● লিয়াকত আলী খানের
গ জুলফিকার আলী ভুট্টোর ঘ মোহাম্মদ আলী খানের

১৭. 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'–এর আহ্বায়ক কে ছিলেন? [ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাই স্কুল, মোমেনশাহী]
● কাজী গোলাম মাহবুব ক ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
গ আবুল কাশিম ঘ আব্দুস সালাম

১৮. কে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেন? [যশোর জিলা স্কুল]
ক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘ লিয়াকত আলী খান
গ খাজা নাজিমুদ্দীন ● নুরুল আমিন

১৯. কত খ্রিষ্টাব্দের সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হয়? [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]
● ১৯৫৬ খ ১৯৬১ গ ১৯৬২ ঘ ১৯৬৬

২০. কখন থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি বাঙালির শহিদ দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়ে আসছে? [ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আন্তঃবিদ্যালয়, ঢাকা]
ক ১৯৫২ ● ১৯৫৩ গ ১৯৫৪ ঘ ১৯৫৫

২১. কত খ্রিষ্টাব্দ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে পালিত হচ্ছে? [চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ খ ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ
● ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ ঘ ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ

২২. ধীরে ধীরে মুসলিম লীগ জনবিচ্ছিন্ন হতে থাকে কেন? [বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়া]
● অগণতান্ত্রিক হওয়ায় খ সাংবিধানিক হওয়ায়
গ স্বাধিকার আন্দোলনের জন্য ঘ ছয় দফা আন্দোলনের কারণে

২৩. আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম যুগ্ম সম্পাদক কে ছিলেন? [সারদা সুন্দরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ফরিদপুর]
● বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খ এ. কে. ফজলুল হক
গ আবুল হাশিম ঘ আবুল কালাম

২৪. আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়া হয় কখন? [ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল, মোমেনশাহী]
● ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ক ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে
গ ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ঘ ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে

২৫. 'ব্যালট বিপ্লব' কথাটি কোন নির্বাচনের ক্ষেত্রে অধিক যুক্তিযুক্ত? [সেন্ট জোসেফ উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা; ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আন্তঃবিদ্যালয়]
● ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচন খ ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচন
গ ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচন ঘ ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচন

২৬. ২১ দফা কর্মসূচির প্রথম দফা কী ছিল? [কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
● বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা
খ পাটশিল্পের জাতীয়করণ
গ লবণের কারখানা স্থাপন
ঘ শাসন ব্যয় হ্রাস করা

২৭. ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কয়টি আসন লাভ করে? [কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, ঠাকুরগাঁও]
ক ২২১ খ ২২২ ● ২২৩ ঘ ২২৪

২৮. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিপরিষদের মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন? [মাগুরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক আব্দুল ওহাব খ খাজা নাজিমুদ্দীন
● এ. কে. ফজলুল হক ঘ নুরুল আমিন

২৯. একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কোনটি? [কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, ঠাকুরগাঁও]
ক আদালত ● সংবিধান গ জাতীয় সংসদ ঘ সুপ্রিমকোর্ট

৩০. ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের সংবিধান কত বছর চালু ছিল? [কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা বিদ্যালয়]
● ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

৩১. কত খ্রিষ্টাব্দে জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করেন? [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ঢাকা]
ক ১৯৬০ খ ১৯৫৯ ● ১৯৫৮ ঘ ১৯৫৭

৩২. ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের সংবিধান কত বছর চালু ছিল? [কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা বিদ্যালয়]
● ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

৩৩. কত খ্রিষ্টাব্দে জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করেন? (জ্ঞান) [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ঢাকা]
ক ১৯৬০ খ ১৯৫৯ ● ১৯৫৮ ঘ ১৯৫৭

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৪. পাকিস্তান সৃষ্টির পর দুই অংশের মধ্যে যেসব বিষয়ে অমিল ছিল তা হলো– [সারদা সুন্দরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ফরিদপুর]
i. ইতিহাস ii. ভাষা iii. সংস্কৃতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৫. ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হচ্ছে– [মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. ভবিষ্যতে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ইঙ্গিত
ii. মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা
iii. যুক্তফ্রন্টের জনপ্রিয়তা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩৬, ৩৭ ও ৩৮ নংপ্রশ্নের উত্তর দাও :
বিষ্ণুপুর ইউনিয়ন নির্বাচনে ৫ জন প্রার্থী চেয়ারম্যান পদে অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে মালেক চৌধুরী প্রভাবশালী ব্যক্তি। উক্ত ব্যক্তিকে পরাজিত করার জন্য বাকি ৪ জন প্রার্থী ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করেন। ফলে মালেক চৌধুরী ব্যাপক ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। [স. বো. '১৬]

৩৬. অনুচ্ছেদের সাথে কোন সালের নির্বাচনের মিল রয়েছে?
ক ১৯৪৫ খ ১৯৫০ ● ১৯৫৪ ঘ ১৯৫৭

৩৭. উক্ত নির্বাচনের জোটবদ্ধ দলের নাম–
ক কংগ্রেস খ কমিউনিস্ট ● যুক্তফ্রন্ট ঘ মুসলিম লীগ

৩৮. আলোচ্য ঐক্যবদ্ধ দলের নির্বাচনি ইশতেহার ছিল–
i. বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা
ii. জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত করা
iii. অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➲ ভূমিকা ➠ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৪৮

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৯. ভাষা আন্দোলন বাঙালির কোন ধরনের স্বাধিকার আন্দোলন ছিল? (প্রয়োগ)
● সাংস্কৃতিক খ জাতীয়তাবাদী গ অর্থনৈতিক ঘ রাজনৈতিক

৪০. বাংলাদেশের ইতিহাসে কিসের মাধ্যমে রাজনৈতিক সংগ্রামের সূচনা হয়? (প্রয়োগ)
ক ছয় দফা আন্দোলন খ লাহোর প্রস্তাব
● ভাষা আন্দোলন ঘ যুক্তফ্রন্ট

৪১. তদানীন্তন পাকিস্তানের মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা কত ভাগ মানুষের মুখের ভাষা বাংলা ছিল? (জ্ঞান)
ক ৫০ খ ৫২ গ ৫৫ ● ৫৬

➲ ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ➠ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৪৮

At a Glance

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে গঠিত হয়– তমুদ্দীন মজলিশ।

- পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে এক করা হলো শুধুমাত্র– ধর্মের ভিত্তিতে।
- 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন– ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।
- 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়– ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে।
- বাংলাকে অধিবেশনের অন্যতম ভাষা করতে দাবি জানান– কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
- দ্বিতীয়বারের মতো রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়– ২রা মার্চ ১৯৪৮।
- পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করেন– ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে।
- ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন– খাজা নাজিমুদ্দীন।
- বাংলা ভাষাকে আরবি হরফে লেখার প্রস্তাব দেয়া হয়– করাচি সম্মেলনে।
- এদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের সূচনা হয়– ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪২. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ব্যবধান ছিল কত মাইল? (জ্ঞান)
● ১০০০ ⓚ ১২০০ ⓖ ১৫০০ ⓘ ১৮০০

৪৩. কিসের ভিত্তিতে দুই পাকিস্তানকে এক করা হয়েছিল? (জ্ঞান)
ⓚ আয়তন ⓚ রাজনীতি ⓖ অর্থনীতি ● ধর্ম

৪৪. পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিকে শোষণের কৌশল হিসেবে প্রথমে কিসের ওপর আঘাত হানে? (জ্ঞান)
ⓚ মূল্যবোধ ⓚ ধর্ম ● ভাষা ⓘ অর্থনীতি

৪৫. 'উর্দু' হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা–এর প্রতিবাদ করেন কে? (জ্ঞান)
ⓚ মাওলানা ভাসানী ⓚ আলাউদ্দীন
● ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ⓘ আবুল কালাম

৪৬. অধ্যাপক আবুল কাশেম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগের শিক্ষক ছিলেন? (জ্ঞান)
ⓚ দর্শন ● পদার্থবিদ্যা ⓖ আরবি ⓘ রসায়ন

৪৭. জনাব 'ক' এর নেতৃত্বে দেশের ভাষা আন্দোলনের জন্য একটি সংগঠন গঠিত হয়। এটি ভাষা সংগ্রামের জন্য গঠিত প্রথম সংগঠন। এটি নিচের কোনটিকে নির্দেশ করে? (প্রয়োগ)
ⓚ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ● তমদ্দুন মজলিশ
ⓖ বাংলা ভাষা ক্লাব ⓘ রাষ্ট্রভাষা ক্লাব

৪৮. উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী সংগঠন কোনটি? (জ্ঞান)
ⓚ আওয়ামী লীগ ● তমদ্দুন মজলিশ
ⓖ রেনেসাঁ সোসাইটি ⓘ সাহিত্য সংবাদ

৪৯. ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা কত খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়? (জ্ঞান)
ⓚ ১৯৪৫ ⓚ ১৯৪৬ ● ১৯৪৭ ⓘ ১৯৪৮

৫০. প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত হন কে? (জ্ঞান)
● অধ্যাপক নূরুল হক ভুঞা ⓚ কাজী গোলাম মাহবুব
ⓖ আবুল কাশেম ⓘ মোতাহের হোসেন

৫১. ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কোথায়? (জ্ঞান)
ⓚ ঢাকায় ⓚ লাহোরে ⓖ ইসলামাবাদে ● করাচিতে

৫২. কত খ্রিষ্টাব্দের প্রথম থেকে শিক্ষিত বাঙালি সমাজ বাংলা ভাষার দাবি নিয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠে? (জ্ঞান)
ⓚ ১৯৪৪ ⓚ ১৯৪৫ ⓖ ১৯৪৭ ● ১৯৪৮

৫৩. পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় কখন? (জ্ঞান)
● ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ ⓚ ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯
ⓖ ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০ ⓘ ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫১

৫৪. পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ইংরেজির পাশাপাশি উর্দুতে কার্যক্রম শুরু হলে কে প্রতিবাদ করেন? (জ্ঞান)
ⓚ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ● ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
ⓖ আবদুল মতিন ⓘ আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ

৫৫. পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে উর্দুর কার্যক্রম শুরু হলে কোন বাংলার ছাত্র সমাজ ব্যাপকভাবে প্রতিবাদ করতে থাকে? (জ্ঞান)
ⓚ পশ্চিম বাংলা ⓚ দক্ষিণ বাংলা ● পূর্ব বাংলা ⓘ উত্তর বাংলা

৫৬. ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ২৬ ও ২৯ ফেব্রুয়ারি কোন শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়েছিল? (জ্ঞান)
● ঢাকা ⓚ রাজশাহী ⓖ দিনাজপুর ⓘ সিলেট

৫৭. রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত হয়েছিল কে? (জ্ঞান)
ⓚ শেখ মুজিবুর রহমান ⓚ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
● শামসুল আলম ⓘ মাওলানা ভাসানী

৫৮. কে বাংলাকে গণপরিষদ অধিবেশনের অন্যতম ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান? (জ্ঞান)
ⓚ মওলানা ভাসানী ● ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
ⓖ শেখ মুজিবুর রহমান ⓘ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

৫৯. রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নতুন কমিটির আহ্বানে কত তারিখে ধর্মঘট পালিত হয়? (জ্ঞান)
ⓚ ১০ মার্চ ● ১১ মার্চ ⓖ ১ মে ⓘ ২ জুন

৬০. রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ডাকা ধর্মঘটে কোন স্লোগানসহ মিছিল করা হয়? (জ্ঞান)
ⓚ মাতৃভাষা বাংলা চাই ⓚ সবার ভাষা বাংলা চাই
ⓖ মুখের ভাষা বাংলা চাই ● রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই

৬১. মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ভাষা আন্দোলনকারীদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন কত তারিখে? (জ্ঞান)
● ১৫ মার্চ ⓚ ১২ মার্চ ⓖ ১১ মার্চ ⓘ ২১ মার্চ

৬২. ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের মার্চের কত তারিখে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় আসেন? (জ্ঞান)
ⓚ ১৩ ● ১৯ ⓖ ২০ ⓘ ২৮

৬৩. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানে বক্তব্য দেন কত তারিখে? (জ্ঞান)
ⓚ ১৯ মার্চ ⓚ ২০ মার্চ ● ২১ মার্চ ⓘ ২৩ মার্চ

৬৪. রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম কী? (জ্ঞান)
ⓚ রমনা পার্ক ⓚ শিশু উদ্যান
ⓖ জিয়া উদ্যান ● সোহরাওয়ার্দী উদ্যান

৬৫. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কত তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন? (জ্ঞান)
ⓚ ২২ ফেব্রুয়ারি ● ২৪ মার্চ ⓖ ২১ জুন ⓘ ২৫ জুলাই

৬৬. 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা'– এ কথাটি কে বলেন? (জ্ঞান)
ⓚ লিয়াকত আলী খান ● মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
ⓖ ইয়াহিয়া খান ⓘ ইস্কান্দার মির্জা

৬৭. ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের কত তারিখে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঢাকায় আসেন? (জ্ঞান)
ⓚ ১৫ মার্চ ⓚ ২০ জুলাই ⓖ ২০ মে ● ১৮ নভেম্বর

৬৮. করাচিতে শিক্ষা সম্মেলন হয়েছিল কত খ্রিষ্টাব্দে? (জ্ঞান)
ⓚ ১৯৪৪ ⓚ ১৯৪৬ ⓖ ১৯৪৭ ● ১৯৪৮

৬৯. নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে বাংলা ভাষাকে কোন ভাষার হরফে লেখার প্রস্তাব দেওয়া হয়? (জ্ঞান)
ⓚ উর্দু ● আরবি ⓖ হিন্দি ⓘ ইংরেজি

৭০. বাংলা ভাষা আরবি হরফে লেখার প্রস্তাব দেওয়া হলে কে প্রত্যাখ্যান করেন? (জ্ঞান)
ⓚ ড. কাজী মোতাহার হোসেন ⓚ অধ্যাপক আবুল কাশেম
● ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ⓘ কবি জসীমউদদীন

৭১. 'পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি' কত খ্রিষ্টাব্দে গঠিত হয়? (জ্ঞান)
ⓚ ১৯৪৪ ⓚ ১৯৪৮ ● ১৯৪৯ ⓘ ১৯৫০

৭২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় কখন? (জ্ঞান)
ⓚ ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১১ মার্চ ⓚ ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১১ মার্চ
● ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের ১১ মার্চ ⓘ ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দের ১১ মার্চ

৭৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ⓚ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ● আবদুল মতিন
ⓖ ওলি আহাদ ⓘ গোলাম মাহবুব

৭৪. প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর পর কে পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন? (জ্ঞান)
ⓚ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ⓚ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
● খাজা নাজিমুদ্দীন ⓘ শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক

৭৫. ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গণপরিষদ কর্তৃক গঠিত মূলনীতি কমিটির সুপারিশে কী বলা হয়েছিল? (জ্ঞান)
ⓚ বাংলাই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা
● উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা
ⓖ হিন্দিই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা
ⓘ ইংরেজিই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা

৭৬. ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে কে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন? (জ্ঞান)

ক মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ● খাজা নাজিমুদ্দীন
গ আতাউর রহমান খান ঘ কাজী গোলাম মাহবুব

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭৭. পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে মিল ছিল না– (অনুধাবন)
i. ঐহিত্যের ii. ভাষার iii. সংস্কৃতির
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৭৮. দুই পাকিস্তানের মধ্যে যেসব বিষয়ে মিল ছিল– (অনুধাবন)
i. ধর্ম ii. জাতি iii. সংস্কৃতি
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৯. পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দুর পবে মত দেন– (অনুধাবন)
i. লিয়াকত আলী খান ii. খাজা নাজিমুদ্দীন
iii. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৮০. ১৫ মার্চ খাজা নাজিমুদ্দীন আন্দোলনকারীদের সাথে যেসব বিষয়ে চুক্তি করেন– (অনুধাবন)
i. গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দেওয়া ii. তদন্ত কমিটি গঠন
iii. শিবার মাধ্যম বাংলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮১ ও ৮২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দুর পবে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা মতামত দেন। এর প্রতিবাদস্বরূ প পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পরপরই ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন গঠিত হয়। এ সংগঠনের উদ্যোগে ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' প্রকাশিত হয়।

৮১. অনুচ্ছেদে কোন সংগঠনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? (প্রয়োগ)
ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ
● তমদ্দুন মজলিশ
গ পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি
ঘ সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ

৮২. উক্ত সংগঠন ভূমিকা রাখে– (উচ্চতর দবতা)
i. প্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠনে
ii. রাষ্ট্রভাষা বাংলা দাবির পবে যুক্তি উপস্থাপনে
iii. ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূ পদানের বেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়; ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৫০

At a Glance

- প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন পল্টন ময়দানে ঘোষণা দেন– পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।
- 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়– মাওলানা ভাষানীর নেতৃত্বে।
- ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি করেন– তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন।
- ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করায়– পুলিশ মিছিলে গুলি চালায়।
- মিছিলে গুলির সংবাদ শুনে আইন পরিষদ ত্যাগ করেন– আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ সহ কয়েকজন।
- শহিদ মিনারের নকশা ও পরিকল্পনাকারী– হামিদুর রহমান।
- বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়– ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের সংবিধানে।
- ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক অধিবেশন বর্জন করেন– আনোয়ার খাতুন।
- বাঙালি মাতৃভাষা দিবস পালন করে– ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে হতে।
- ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়– ইউনেস্কো।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮৩. ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? (জ্ঞান)
● খাজা নাজিমুদ্দীন খ মোহাম্মদ আলী খান
গ জুলফিকার আলী ভুট্টো ঘ আইয়ুব খান

৮৪. প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন কত তারিখে পল্টন ময়দানে ঘোষণা দেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু? (জ্ঞান)
ক ২০ মার্চ খ ১০ জানুয়ারি ● ২৭ জানুয়ারি ঘ ২১ ফেব্রুয়ারি

৮৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ কত তারিখে সভা ও ছাত্র ধর্মঘটের ঘোষণা দেয়? (জ্ঞান)
ক ২০ জানুয়ারি খ ২৫ জানুয়ারি ● ৩০ জানুয়ারি ঘ ৩১ জানুয়ারি

৮৬. 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয় কখন? (জ্ঞান)
● ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি খ ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি
গ ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি ঘ ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি

৮৭. ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের কত তারিখে দেশব্যাপী হরতাল, জনসভা ও বিবোভ মিছিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়? (জ্ঞান)
ক ২০ ফেব্রুয়ারি ● ২১ ফেব্রুয়ারি গ ২২ ফেব্রুয়ারি ঘ ২০ মার্চ

৮৮. মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচি বাতিলের জন্য কোন শহরে ১৪৪ ধারা জারি করেছিল? (জ্ঞান)
ক লাহোর খ করাচি ● ঢাকা ঘ চট্টগ্রাম

৮৯. কত তারিখে আওয়ামী মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক বসে? (জ্ঞান)
ক ১৯ ফেব্রুয়ারি ● ২০ ফেব্রুয়ারি গ ২১ ফেব্রুয়ারি ঘ ২৮ ফেব্রুয়ারি

৯০. ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল কয়টায় ছাত্রদের সভা জনসমুদ্রে পরিণত হয়? (জ্ঞান)
ক ৮টায় খ ৯টায় গ ১০টায় ● ১১টায়

৯১. ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্রছাত্রীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে কী স্লোগান দিতে থাকে? (জ্ঞান)
ক রাষ্ট্রভাষা উর্দু চাই খ রাষ্ট্রভাষা আরবি চাই
● রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই ঘ রাষ্ট্রভাষা ইংরেজি চাই

৯২. ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারির বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কত তারিখে গণবিবোভ শুরু হয়? (জ্ঞান)
● ২২ ফেব্রুয়ারি খ ২৩ ফেব্রুয়ারি গ ২৪ ফেব্রুয়ারি ঘ ২৫ ফেব্রুয়ারি

৯৩. ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারির প্রতিবাদ মিছিলে কে শহিদ হন? (জ্ঞান)
ক মহিউদ্দিন আহমেদ ● শফিউর রহমান
গ শামসুল হক ঘ আসাদ

৯৪. ছাত্ররা শহিদ মিনার নির্মাণ করে কখন? (জ্ঞান)
ক ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি খ ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি
● ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি ঘ ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারি

৯৫. কার নকশা ও পরিকল্পনায় শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়? (জ্ঞান)
ক নিতুন কুণ্ডু খ মাজহারুল ইসলাম
● হামিদুর রহমান ঘ মইনুল হোসেন

৯৬. কত খ্রিস্টাব্দে পাক হানাদার বাহিনী শহিদ মিনারটি ভেঙে দেয়? (জ্ঞান)
ক ১৯৫২ খ ১৯৫৫ গ ১৯৭০ ● ১৯৭১

৯৭. কত খ্রিস্টাব্দে পুনরায় শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়? (জ্ঞান)
ক ১৯৭০ খ ১৯৭১ ● ১৯৭২ ঘ ১৯৭৩

৯৮. ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয় কেন? (অনুধাবন)
● হানাদার বাহিনী ভেঙে ফেলায় খ ধসে পড়ায়
গ পুরাতন হওয়ায় ঘ পরিবর্তন করার জন্য

৯৯. প্রবল আন্দোলনের মুখে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ কোন ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল? (জ্ঞান)
ক উর্দুকে ● বাংলাকে গ ইংরেজিকে ঘ হিন্দিকে

১০০. শিৰক শ্ৰেণিকৰে বলেন, জাতীয় পরিষদে বাংলা ভাষা বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের একপর্যায়ে এক ব্যক্তির দেওয়া সংশোধনী প্রস্তাব অনুযায়ী উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। শিৰক শ্ৰেণিকৰে কার কথা বলেছেন? (প্রয়োগ)

ক আলাউদ্দিন আহমেদ ● আদেল উদ্দিন আহমদ
গ আনোয়ার আহমদ ঘ আশরাফ উদ্দিন আহমদ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০১. সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কার্যক্রম ছিল– (অনুধাবন)
i. বিৰোভ করা ii. হরতাল করা
iii. ১৪৪ ধারা জারি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০২. ভাষা আন্দোলনের সময় ১৪৪ ধারা অমান্য করার সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন– (অনুধাবন)
i. আবদুল মতিন ii. ওলি আহাদ
iii. গোলাম মাহবুব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১০৩. ভাষা শহিদদের জন্য বের করা জনতার মিছিলে পুলিশ ও মিলিটারি ব্যবহার করে– (অনুধাবন)
i. লাঠি ii. গুলি iii. বেয়োনেট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১০৪. ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারিতে শহিদ হয়েছিলেন– (অনুধাবন)
i. আবুল বরকত ii. রফিক উদ্দিন আহমদ
iii. আবদুল জব্বার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১০৫. ভাষা আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়– (অনুধাবন)
i. সালাম ii. বরকত iii. রফিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১০৬. ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেছিলেন? (অনুধাবন)
i. শামসুন্নাহার ii. রওশন আরা
iii. সুফিয়া ইব্রাহিম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০৭ ও ১০৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বাংলাদেশের একটি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। উক্ত আন্দোলনে শহিদ হন সালাম, বরকতসহ নাম না জানা আরও অনেকে।

১০৭. অনুচ্ছেদে কোন আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে? (প্রয়োগ)
● ভাষা আন্দোলন খ স্বাধীনতা আন্দোলন
গ গণআন্দোলন ঘ শিৰা আন্দোলন

১০৮. উক্ত আন্দোলনের ফলে– (উচ্চতর দৰতা)
i. বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায়
ii. বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে
iii. বাঙালিদের মনোবল বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৫১

At a Glance

- শহিদ মিনারে রাত ১২ টা ১ মিনিটে শহিদদের প্রতি– পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয়।
- বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গো পরিণত হয়েছে– ২১–এর প্রভাতফেরি।
- ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতি মাতৃভাষার মর্যাদা রৰা করেছিল– রক্তের বিনিময়ে।
- প্যারিসে ইউনেস্কোর অধিবেশনে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়– ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর।
- প্রতি বছর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।
- আমাদের দেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন– ভাষা ও সংস্কৃতি।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০৯. কত খ্রিস্টাব্দের পর থেকে প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি বাঙালির শহিদ দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়ে আসছে? (জ্ঞান)
ক ১৯৪৫ খ ১৯৪৭ গ ১৯৪৮ ● ১৯৫২

১১০. বাঙালি কোন দিনটি শহিদ দিবস হিসেবে পালন করে? (জ্ঞান)
● ২১ ফেব্রুয়ারি খ ২১ মার্চ গ ২১এপ্রিল ঘ ২১ মে

১১১. বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কোন দিনটি ভাষা শহিদদের সম্মানে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়েছে? (জ্ঞান)
ক ২০ ফেব্রুয়ারি ● ২১ ফেব্রুয়ারি গ ২২ ফেব্রুয়ারি ঘ ২৩ ফেব্রুয়ারি

১১২. ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিকভাবে কী দিবস হিসেবে স্বীকৃত? (জ্ঞান)
ক শান্তি দিবস খ শিক্ষা দিবস
গ শহিদ দিবস ● মাতৃভাষা দিবস

১১৩. কত খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কো বাংলাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার মর্যাদা দেয়? (জ্ঞান)
● ১৯৯৯ খ ২০০০ গ ২০০১ ঘ ২০০৫

১১৪. মিলন যে খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করে সে খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিক মর্যাদায় ভূষিত হয়। মিলন কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে? (প্রয়োগ)
ক ১৯৯৯ ● ২০০০ গ ২০০১ ঘ ২০০২

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১৫. ২১ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা ১ মিনিটে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন– (অনুধাবন)
i. প্রধানমন্ত্রী ii. রাষ্ট্রপতি
iii. সর্বস্তরের জনগণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১১৬. বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গো পরিণত হয়েছে ২১ ফেব্রুয়ারির– (অনুধাবন)
i. প্রভাতফেরি ii. আলোচনা সভা
iii. প্রভাতফেরির গান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৭৭ ও ১১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জাতিসংঘের একটি বিশেষ সংস্থা ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। বর্তমানে দিবসটি আন্তর্জাতিকভাবে পালিত হচ্ছে।

১১৭. অনুচ্ছেদে জাতিসংঘের কোন বিশেষ সংস্থার কথা বলা হয়েছে? (প্রয়োগ)
ক ইউনিসেফ ● ইউনেস্কো গ ইউনিফেম ঘ ফাও

১১৮. উক্ত সংস্থার উলিরখিত ঘোষণার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি– (উচ্চতর দৰতা)
i. নিজ ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণে উদ্বুদ্ধ হয়েছে
ii. নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি সংরৰণে বিভিন্ন পদৰেপ গ্রহণ করেছে
iii. অন্য ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণে উদ্বুদ্ধ হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ রাজনৈতিক তৎপরতা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৫২

At a Glance

- ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পাকিস্তান সৃষ্টির পর নিখিল ভারত মুসলিম লীগ নতুন নামকরণ হয়– পাকিস্তান মুসলীম লীগ।

- মুসলিম লীগ ছিল উর্দু ভাষী পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দের– পকেট দল।
- শুরব থেকে অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিকভাবে দেশ পরিচালনা করে– মুসলিম লীগ।
- পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রথম সভা হয়– ঢাকার আরমানিটোলায়।
- আওয়ামী মুসলিম লীগ দলটি ছিল– অসাম্প্রদায়িক।
- আওয়ামী লীগ দলটির সূচনা– ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে।
- আওয়ামী লীগ ৬ দফা দাবি উত্থাপন করে– ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে।
- ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ করে স্বাধীনতা লাভ করে– আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১৯. পাকিস্তান সৃষ্টির সময় পূর্ব বাংলায় প্রধানত কয়টি রাজনৈতিক দল ছিল? (জ্ঞান)
ক ১ খ ২ ● ৩ ঘ ৪

১২০. কত খ্রিষ্টাব্দে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের নামকরণ পাকিস্তান মুসলিম লীগ করা হয়? (জ্ঞান)
● ১৯৪৭ খ ১৯৪৮ গ ১৯৫২ ঘ ১৯৫৬

১২১. পাকিস্তান মুসলিম লীগ এর পূর্ব নাম কী ছিল? (জ্ঞান)
● নিখিল ভারত মুসলিম লীগ খ নিখিল পাকিস্তান লীগ
গ আওয়ামী লীগ ঘ কম্যুনিস্ট পার্টি

১২২. কোন দলটি উর্দুভাষি পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দের পকেট দলে পরিণত হয়েছিল? (জ্ঞান)
ক আওয়ামী লীগ খ জাতীয় কংগ্রেস
● মুসলিম লীগ ঘ কম্যুনিস্ট পার্টি

১২৩. কোন দলটি দ্বিমুখী ধারায় বিভক্ত হয়েছিল? (জ্ঞান)
ক জাতীয় কংগ্রেস ● মুসলিম লীগ
গ জাতীয় পার্টি ঘ কমিউনিস্ট পার্টি

১২৪. রবণশীল পশ্চিম পাকিস্তানিদের আজ্ঞাবহ দোসর ছিল কোন রাজনৈতিক ধারাটি? (অনুধাবন)
ক সোহরাওয়ার্দী–হাশিমপন্থী ● খাজা নাজিমুদ্দীন–আকরাম খাঁ পন্থী
গ খাজা নাজিমুদ্দীন–লিয়াকত পন্থী ঘ ইস্কান্দার–জিন্নাহপন্থী

১২৫. কোন দলের চরম ভ্রান্তনীতির কারণে দেশে মারাত্মক সংকট সৃষ্টি হয়েছিল? (জ্ঞান)
ক আওয়ামী লীগ খ গণআজাদী লীগ
● মুসলিম লীগ ঘ কৃষক–শ্রমিক পার্টি

১২৬. কত খ্রিষ্টাব্দ থেকে পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের জনসমর্থন কমতে থাকে? (জ্ঞান)
ক ১৯৪৭ ● ১৯৪৮ গ ১৯৫০ ঘ ১৯৫২

১২৭. বাংলার মুসলিম লীগের কোনপন্থী নেতারা দল ত্যাগ করেছিল? (জ্ঞান)
ক গণতন্ত্রপন্থী ● সংস্কারপন্থী গ সংবিধানপন্থী ঘ বামপন্থী

১২৮. মুসলিম লীগ ত্যাগ করে সংস্কারপন্থীরা কোন রাজনৈতিক দল গঠন করেছিল? (জ্ঞান)
ক কৃষক–শ্রমিক পার্টি খ নেজাম–ই–ইসলামী
● আওয়ামী মুসলিম লীগ ঘ গণআজাদী লীগ

১২৯. প্রতিবাদ করেছিলেন– (অনুধাবন)
ক এ. কে. ফজলুল হক, আবুল আব্বাস, আব্দুল ওহাব
খ শামসুল হক, আবুল হাশিম, মওলানা ভাসানী
● সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, মওলানা ভাসানী
ঘ সোহরাওয়ার্দী, এ. কে ফজলুল হক, শামসুল হক

১৩০. ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে কোন দল গঠিত হয়? (জ্ঞান)
ক কৃষক–শ্রমিক পার্টি খ পাকিস্তান মুসলিম লীগ
● আওয়ামী মুসলিম লীগ ঘ কমিউনিস্ট পার্টি

১৩১. আওয়ামী মুসলিম লীগ কত খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
ক ১৯৫০ ● ১৯৪৯ গ ১৯৪৮ ঘ ১৯৪৭

১৩২. কোন শব্দটি আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল? (জ্ঞান)
ক আওয়ামী ● মুসলিম
গ লীগ ঘ আওয়ামী মুসলিম

১৩৩. আওয়ামী মুসলিম লীগের কমিটি কত সদস্যবিশিষ্ট ছিল? (জ্ঞান)
ক ১০ খ ২০ গ ৩০ ● ৪০

১৩৪. কত তারিখে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল? (জ্ঞান)
ক ২৪ মার্চ খ ২৫ এপ্রিল ● ২৪ জুন ঘ ২৫ জুলাই

১৩৫. আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম জনসভা কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
ক পল্টনে খ মিরপুরে
● আরমানিটোলায় ঘ সেগুনবাগিচায়

১৩৬. শুরব থেকে আওয়ামী মুসলিম লীগ কোনটিকে গুরবত্ব দেয়? (জ্ঞান)
● স্বায়ত্তশাসন খ সংবিধান গ গণতন্ত্র ঘ নির্বাচন

১৩৭. আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ওপর বিশেষ গুরবত্ব দিয়ে কত দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে? (জ্ঞান)
● ৪২ খ ৪৪ গ ৪৫ ঘ ৪৬

১৩৮. বাংলার ইতিহাসে কোন দলটি প্রথম সফল বিরোধী দল ছিল? (জ্ঞান)
ক কমিউনিস্ট পার্টি খ নেজামে ইসলাম
গ মুসলিম লীগ ● আওয়ামী মুসলিম লীগ

১৩৯. কোন দলের বিরবদ্ধে যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ জয়লাভ করেছিল? (জ্ঞান)
ক পিপলস ফ্রিডম লীগ খ গণ আজাদী লীগ
গ পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ ● মুসলিম লীগ

১৪০. কোন শব্দটি আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল? (জ্ঞান)
ক আওয়ামী ● মুসলিম
গ লীগ ঘ আওয়ামী মুসলিম

১৪১. কত খ্রিষ্টাব্দে ছয় দফা দাবি উত্থাপন করা হয়? (জ্ঞান)
ক ১৯৫৬ ● ১৯৬৬ গ ১৯৬০ ঘ ১৯৭৭

১৪২. ছয়দফা দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে কোন দলটি জনগণের দল হিসেবে পরিণত হয়েছিল? (জ্ঞান)
ক কমিউনিস্ট পার্টি খ পিপলস ফ্রিডম লীগ
● আওয়ামী লীগ ঘ মুসলিম লীগ

১৪৩. ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে? (জ্ঞান)
ক মুসলিম লীগ খ নেজাম–ই–ইসলামী
● আওয়ামী লীগ ঘ কৃষক–শ্রমিক পার্টি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৪৪. ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান সৃষ্টির সময় বাংলায় যেসব রাজনৈতিক দল বিদ্যমান ছিল– (অনুধাবন)
i. মুসলিম লীগ ii. জাতীয় কংগ্রেস iii. কমিউনিস্ট পার্টি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৪৫. পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগ জনবিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ– (অনুধাবন)
i. অগণতান্ত্রিক শাসন পরিচালনা ii. জড়বাদী আদর্শ গ্রহণ
iii. অসাংবিধানিক কার্যক্রম পরিচালনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৬. ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। এর সাথে সম্পর্কিত ছিলেন– (অনুধাবন)
i. মওলানা ভাসানী ii. শামসুল হক
iii. শেখ মুজিবুর রহমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৪৭ ও ১৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর 'ক' নামক রাজনৈতিক দলটির নতুন নামকরণ করা হয়। পাকিস্তানের শাসক দল হিসেবে উক্ত রাজনৈতিক দলের যাত্রা শুরব হয়।

১৪৭. 'ক' রাজনৈতিক দলের সাথে নিচের কোন দলের সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক আওয়ামী মুসলিম লীগ ● পাকিস্তান মুসলিম লীগ
গ নেজামে ইসলাম ঘ কৃষক–শ্রমিক পার্টি

১৪৮. উক্ত রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ– (উচ্চতর দরবতা)
i. গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে
ii. সাংবিধানিক আচরণ ব্যাহত করে
iii. ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করে
নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

➲ যুক্তফ্রন্ট ও প্রাদেশিক নির্বাচন ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৫৪

At a Glance

- যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়– ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে।
- পূর্ববাংলায় প্রাদেশিক নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়– ৮ মার্চ ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে।
- যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল– ৪টি বিরোধি দলের সমন্বয়ে।
- নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল– নৌকা।
- যুক্তফ্রন্ট ঘোষণা করে– ২১ দফা নির্বাচনি ইশতেহার।
- ২১ দফা কর্মসূচির মুখ্য রচয়িতা ছিলেন– আবুল মনসুর আহমদ।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৪৯. ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনকে কী হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল? (জ্ঞান)
ⓚ সাংস্কৃতিক বিপ্লব ⓚ শিক্ষা বিপ্লব
● ব্যালট বিপ্লব ⓘ গণতান্ত্রিক বিপ্লব

১৫০. পাকিস্তান শাসনকালে কোন দলটির অভ্যন্তরীণ কোন্দল, ব্যর্থ শাসন, অঞ্চলভেদে বৈষম্যমূলক নীতির কারণে নতুন নতুন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়েছিল? (জ্ঞান)
ⓚ জাতীয় কংগ্রেস ⓚ নেজাম–ই–ইসলামী
● মুসলিম লীগ ⓘ কমিউনিস্ট পার্টি

১৫১. ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে পুরাতন ছিল? (জ্ঞান)
ⓚ আওয়ামী লীগ ● মুসলিম লীগ
ⓖ জাতীয় কংগ্রেস ⓘ নেজাম–ই–ইসলাম

১৫২. কোন দলটি পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক সরকার পরিচালনা করত? (জ্ঞান)
ⓚ নেজামে ইসলাম ⓚ কমিউনিস্ট পার্টি
● মুসলিম লীগ ⓘ আওয়ামী লীগ

১৫৩. যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত হয় কত খ্রিষ্টাব্দে? (জ্ঞান)
● ১৯৫৩ ⓚ ১৯৫৪ ⓖ ১৯৫৫ ⓘ ১৯৫৬

১৫৪. যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় কোথায়? (জ্ঞান)
● ময়মনসিংহে ⓚ গাইবান্ধায়
ⓖ ফেনীতে ⓘ ঢাকায়

১৫৫. যুক্তফ্রন্ট কতটি দল নিয়ে গঠিত হয়েছিল? (জ্ঞান)
ⓚ ৩ ● ৪ ⓖ ৫ ⓘ ৬

১৫৬. যুক্তফ্রন্টে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন দল ছিল কোনটি? (জ্ঞান)
● আওয়ামী মুসলিম লীগ ⓚ বামপন্থী গণতন্ত্রী দল
ⓖ কৃষক–শ্রমিক পার্টি ⓘ নেজাম–ই–ইসলামী

১৫৭. যুক্তফ্রন্টে এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন দল ছিল কোনটি? (জ্ঞান)
ⓚ নেজাম–ই–ইসলামী ⓚ কমিউনিস্ট পার্টি
● কৃষক–শ্রমিক পার্টি ⓘ আওয়ামী লীগ

১৫৮. যুক্তফ্রন্টে মওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বাধীন দল ছিল কোনটি? (জ্ঞান)
ⓚ আওয়ামী লীগ ● নেজাম–ই–ইসলামী
ⓖ কৃষক–শ্রমিক পার্টি ⓘ জাতীয় কংগ্রেস

১৫৯. জামিল সাহেব ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে গঠিত একটি জোটের কথা বলেন। ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে এটি গঠিত হয় মূলত চারটি দলের সমন্বয়ে। জামিল সাহেব কোন জোটের কথা বলেন? (প্রয়োগ)
ⓚ আজাদ হিন্দু ফৌজ ● যুক্তফ্রন্ট
ⓖ কৃষক–শ্রমিক ঐক্যজোট ⓘ সামরিক জোট

১৬০. নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক কী ছিল? (জ্ঞান)
ⓚ লাঙল ● নৌকা ⓖ মই ⓘ মশাল

১৬১. আওয়ামী মুসলিম লীগের নির্বাচনি কর্মসূচির ৪২ দফার প্রধান প্রধান দাবি নিয়ে যুক্তফ্রন্টের কত দফা নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করা হয়েছিল? (জ্ঞান)
ⓚ ১১ ⓚ ১৫ ● ২১ ⓘ ২৮

১৬২. যুক্তফ্রন্ট কত দফা নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করে? (জ্ঞান)
● ২১ ⓚ ৩১ ⓖ ৪২ ⓘ ৫২

১৬৩. ২১ দফা কর্মসূচির মুখ্য রচয়িতা কে? (জ্ঞান)
ⓚ আবুল কাশেম ● আবুল মনসুর আহমদ
ⓖ আব্দুর রব ⓘ এ. কে. ফজলুল হক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৬৪. ২১ দফার অন্তর্ভুক্ত ছিল– (অনুধাবন)
i. রাষ্ট্রভাষা বাংলাকরণ ii. পাট শিল্পের জাতীয়করণ
iii. লবণের কারখানা স্থাপন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৬৫ ও ১৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলো মুসলিম লীগকে পরাজিত করার কৌশল হিসেবে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করার পরিকল্পনা নেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নভেম্বর ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে একটি দল গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এ দলটি মূলত চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হয়।

১৬৫. অনুচ্ছেদে নির্দেশিত দল কোনটি? (প্রয়োগ)
● যুক্তফ্রন্ট ⓚ মুসলিম লীগ
ⓖ আওয়ামী লীগ ⓘ কৃষক–প্রজা পার্টি

১৬৬. উক্ত দলটির ক্ষেত্রে সঠিক তথ্যসমূহ হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানায়
ii. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কথা বলে
iii. সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি জানায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ নির্বাচনের ফলাফল : নির্বাচনের তাৎপর্য ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৫৫

At a Glance

- ৩০৯টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট পায়– ২২৩টি আসন।
- নির্বাচনে ভোটাররা ভোট দেয় শতকরা– ৩৭.১৯ ভাগ।
- মুসলীম লীগের অন্যায়, বৈষম্যমূলক, ব্যর্থ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ– ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচন।
- প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলীম লীগ পায় মাত্র– ৯টি আসন।
- পূর্ব বাংলায় নেতৃত্ব তৈরির পথ সুগম হয়– যুক্তফ্রন্টে জয়ে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৬৭. ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের কত তারিখে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
ⓚ ৭ মার্চ ● ৮ মার্চ ⓖ ৭ জুন ⓘ ৮ জুন

১৬৮. পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন কত খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
ⓚ ১৯৩৯ ● ১৯৫৪ ⓖ ১৯৫৫ ⓘ ১৯৫৬

১৬৯. ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে শতকরা কত ভাগ ভোটার ভোট দেয়? (জ্ঞান)
ⓚ ৩৬.২০ ● ৩৭.১৯ ⓖ ৩৭.২০ ⓘ ৩৮.১৯

১৭০. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের ফলাফল সরকারিভাবে প্রকাশিত হয় কত তারিখে? (জ্ঞান)
ⓚ ১ এপ্রিল ● ২ এপ্রিল ⓖ ৩ এপ্রিল ⓘ ৪ এপ্রিল

১৭১. ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে মোট কয়টি আসন ছিল? (জ্ঞান)
ⓚ ৩০০ ● ৩০৯ ⓖ ৩৫০ ⓘ ৩৬০

১৭২. ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ কতটি আসন পায়? (জ্ঞান)
● ৯ ⓚ ১০ ⓖ ১১ ⓘ ১২

১৭৩. ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস কতটি আসন পায়? (জ্ঞান)
ⓚ ২০ ⓚ ২২ ⓖ ২৩ ● ২৪

১৭৪. ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে তফসিলি ফেডারেশন কতটি আসন লাভ করে? (জ্ঞান)
ⓚ ২৫ ⓚ ২৬ ● ২৭ ⓘ ২৮

১৭৫. ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে খেলাফতে রব্বানী কতটি আসন পায়? (জ্ঞান)
ⓚ ১ ● ২ ⓖ ৩ ⓘ ৪

১৭৬. খ্রিষ্টানরা পূর্ব বাংলার নির্বাচনে কয়টি আসন পেয়েছিল? (জ্ঞান)

● ১ ⓖ ২ ⓖ ৩ ⓖ ৪

১৭৭. ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি কতটি আসন পায়? (জ্ঞান)
ⓚ ৩ ● ৪ ⓖ ৫ ⓖ ৬

১৭৮. ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের অন্যতম তাৎপর্য কোনটি? (উচ্চতর দৰতা)
● বাঙালির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ ⓖ বাঙালির স্বাধীনতা অর্জন
ⓖ বাঙালির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ⓖ বাঙালির ধর্মীয় অনুভূতির জাগরণ

১৭৯. ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচনে কোন দল সর্বোচ্চ আসন লাভ করেছিল? (জ্ঞান)
ⓚ মুসলিম লীগ ● আওয়ামী মুসলিম লীগ
ⓖ কমিউনিস্ট পার্টি ⓖ নেজাম–ই–ইসলামী

১৮০. কোন নির্বাচনের ফলে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে ধর্মনিরপেৰ ধারার সৃষ্টি হয়? (জ্ঞান)
● ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচন ⓖ ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচন
ⓖ ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচন ⓖ ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচন

১৮১. যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগ ও অবাঙালি নেতৃত্বের প্রতি কাদের মনে ব্যাপক অনাস্থা জন্ম নিয়েছিল? (জ্ঞান)
ⓚ পাকিস্তানিদের ● বাঙালিদের ⓖ ভারতীয়দের
ⓖ নেপালীদের

১৮২. কারা বুঝতে পেরেছিল পশ্চিম পাকিস্তান ও তাদের দোসরদের দ্বারা বাঙালির প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয়? (জ্ঞান)
● বাঙালিরা ⓖ হিন্দুরা ⓖ মুসলিমরা ⓖ ইংরেজরা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৮৩. ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচন– (অনুধাবন)
i. ৮ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় ii. মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন পায়
iii. যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসন পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৮৪. শিৰক জিহাদকে পাকিস্তান আমলে অনুষ্ঠিত পূর্ব বাংলার একটি নির্বাচনের কথা বলেন যাতে ৰমতাসীন মুসলিম লীগ ৯টি আসন লাভ করেছিল। এ সম্পর্কে প্রযোজ্য– (প্রয়োগ)
i. ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়
ii. ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ২ এপ্রিল ফলাফল প্রকাশিত হয়
iii. ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ এপ্রিল ফলাফল প্রকাশিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৮৫. ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনে– (অনুধাবন)
i. খেলাফতে রব্বানী ২টি আসন পায়
ii. শতকরা ৩৭.১৯ ভাগ ভোটার ভোট দেয়
iii. পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস ২২টি আসন পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৮৬ ও ১৮৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
পূর্ব বাংলায় অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে শতকরা ৩৭.১৯ ভাগ ভোটার ভোট দেয়। ২ এপ্রিল উক্ত নির্বাচনের ফলাফল সরকারিভাবে প্রকাশ করা হয়।

১৮৬. অনুচ্ছেদে কোন নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে? (প্রয়োগ)
ⓚ ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের সামরিক নির্বাচন
● ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচন
ⓖ ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচন
ⓖ ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় সংসদ নির্বাচন

১৮৭. উক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে– (উচ্চতর দৰতা)
i. যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়
ii. পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে ধর্মনিরপেৰ ধারার সৃষ্টি হয়
iii. মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের প্রতি বাঙালির আস্থা বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৮৮ ও ১৮৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব কামরৰল তার দেশের প্রাদেশিক নির্বাচনে একটি আসন থেকে জয়লাভ করেন। তার দল ৩৫০টি আসনের মধ্যে ২৭০টি আসন লাভ করে। ৰমতাসীন দলটি পায় মাত্র ৩০টি আসন।

১৮৮. জনাব কামরৰলের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান আমলের কোন নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে। (প্রয়োগ)
● যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ⓖ সত্তরের সাধারণ নির্বাচন
ⓖ একাত্তরের নির্বাচন ⓖ খিলাফতের নির্বাচন

১৮৯. ৰমতাসীন দলটির পরাজয়ের কারণ– (উচ্চতর দৰতা)
i. জনপ্রিয়তার শূন্যতা ii. অগণতান্ত্রিকতার ফল
iii. সমর্থন ও আস্থা হারানো
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ নির্বাচন পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৫৬

At a Glance

- যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা ছিল– ১৪ সদস্যবিশিষ্ট।
- যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন– কৃষি, সমবায় ও পল্লীউন্নয়ন মন্ত্রী।
- ফজলুল হকের সাৰাৎকার বিকৃত করা হয়– নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকা।
- যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল হয়– ভারত শাসন আইন ৯২ (ক) ধারা বলে।
- যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অবসান হয়– মাত্র ৫৬ দিনে।
- যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে চালু হয়– গভর্নরের শাসন।
- যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়– শেরে বাংলার নেতৃত্বে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৯০. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কত খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয়? (জ্ঞান)
ⓚ ১৯৩৭ ⓖ ১৯৪৭ ● ১৯৫৪ ⓖ ১৯৭০

১৯১. কার নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল? (জ্ঞান)
ⓚ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ● এ. কে. ফজলুল হকের
ⓖ শামসুল হকের ⓖ আবুল কাশেমের

১৯২. কত জন সদস্য নিয়ে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়? (জ্ঞান)
ⓚ ১৩ ● ১৪ ⓖ ১৫ ⓖ ১৬

১৯৩. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার বিচার, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয় কাকে? (জ্ঞান)
ⓚ সৈয়দ আজিজুল হককে ● আবু হোসেন সরকারকে
ⓖ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ⓖ আবুল কাশেমকে

১৯৪. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার শিৰা বিভাগের দায়িত্ব কে লাভ করেন? (জ্ঞান)
ⓚ আবু হোসেন ⓖ আবু হেনা
● সৈয়দ আজিজুল হক ⓖ ফজলুল হক

১৯৫. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিপরিষদের কৃষি, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন বিভাগের দায়িত্ব কে লাভ করেন? (জ্ঞান)
● বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ⓖ এ. কে. ফজলুল হক
ⓖ আজিজুল হক ⓖ আবুল হোসেন

১৯৬. যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ জয় কোন দলটি ভালো চোখে দেখেনি? (জ্ঞান)
ⓚ খেলাফতে রব্বানী ⓖ তফসিলি ফেডারেশন
ⓖ নেজাম–ই–ইসলাম ● মুসলিম লীগ

১৯৭. যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কোন দলটি ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল? (জ্ঞান)
ⓚ জাতীয় কংগ্রেস ● মুসলিম লীগ
ⓖ খেলাফতে রব্বানী ⓖ তফসিলি ফেডারেশন

১৯৮. যুক্তফ্রন্ট কোন দিনটিকে সরকারি ছুটি ঘোষণা করে? (জ্ঞান)
ⓚ ২১ জানুয়ারি ● ২১ ফেব্রুয়ারি ⓖ ২১ আগস্ট ⓖ ২১ সেপ্টেম্বর

১৯৯. কোনটিকে বাংলা ভাষার গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা দিলে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল? (জ্ঞান)
ⓚ কার্জন হলকে ⓖ রোকেয়া হলকে
● বর্ধমান হাউসকে ⓖ জাতীয় জাদুঘরকে

২০০. ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের কোন মাসে কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে কারা কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে সংঘর্ষ হয়? (জ্ঞান)
ক এপ্রিল ● মে গ জুলাই ঘ আগস্ট

২০১. ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে আদমজী জুট মিলে কাদের মধ্যে গোলযোগ হয়েছিল? (জ্ঞান)
ক পাকিস্তানি ও বিহারি শ্রমিক খ হিন্দু ও বিহারি শ্রমিক
● বাঙালি ও বিহারি শ্রমিক ঘ বিহারি ও পাঞ্জাবি শ্রমিক

২০২. ফজলুল হকের সাক্ষাৎকার বিকৃত করে কোন পত্রিকা? (জ্ঞান)
● নিউইয়র্ক টাইমস খ আনন্দ বাজার
গ যুগান্তর ঘ দৈনিক আজাদ

২০৩. কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের কোন ধারা বলে যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল করে? (জ্ঞান)
ক ৯২ (খ) খ ৯৩ (খ) ● ৯২ (ক) ঘ ৯২ (গ)

২০৪. যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল ঘোষণা করা হয় কত তারিখে? (জ্ঞান)
● ৩০ মে খ ২৮ মে গ ২৬ মে ঘ ২৫ মে

২০৫. কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল করে কোন ধরনের শাসনব্যবস্থা জারি করে? (জ্ঞান)
● গভর্নরের শাসন খ স্থানীয় শাসন
গ কেন্দ্রীয় শাসন ঘ সামরিক শাসন

২০৬. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কতদিন শাসন করেছিল? (জ্ঞান)
ক ৪৫ খ ৫০ ● ৫৬ ঘ ৬০

২০৭. কত খ্রিস্টাব্দে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়া হয়? (জ্ঞান)
● ১৯৫৪ খ ১৯৫৫ গ ১৯৫৬ ঘ ১৯৫৭

২০৮. মূলত কাদের ষড়যন্ত্রে পূর্ব বাংলায় ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন হচ্ছিল? (জ্ঞান)
ক মুসলিম লীগ ও ভারত সরকার ● মুসলিম লীগ ও কেন্দ্রীয় সরকার
গ আওয়ামী লীগ ও কেন্দ্রীয় সরকার ঘ কমিউনিস্ট পার্টি ও কেন্দ্রীয় সরকার

২০৯. পূর্ব বাংলায় চার বছরে কতবার মন্ত্রিসভার পতন হয়? (জ্ঞান)
ক আট ● সাত গ পাঁচ ঘ চার

২১০. পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কতবার পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন জারি করে? (জ্ঞান)
গ ২ ● ৩ গ ৪ ঘ ৫

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২১১. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন– (অনুধাবন)
i. আবু হোসেন সরকার ii. সৈয়দ আজিজুল হক
iii. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২১২. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার দাপ্তরিক বিন্যাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায়– (অনুধাবন)
i. ফজলুল হক ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী
ii. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অর্থমন্ত্রী
iii. সৈয়দ আজিজুল হক ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১৩. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় বারবার দায়িত্ব রদবদলের যথার্থ কারণ হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্র ii. কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্র
iii. যুক্তফ্রন্টের শরিক দলের কোন্দল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের সংবিধান ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৫৬

At a Glance

- রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন হলো– সংবিধান।
- সংবিধানের মাধ্যমেই পরিচালিত হয় একটি দেশের– শাসনকার্য।
- পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম নেয়ার পর হতে জোরালো হয়– সংবিধান রচনায়।
- নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের মাধ্যমেই গড়ে তোলা হয়– গণপরিষদ।
- গণপরিষদের দায়িত্ব ছিল– সংবিধান প্রণয়ন।
- পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল সংবিধান প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়।– ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে।
- আইয়ুব খান ছিলেন– সামরিক শাসক।
- পাকিস্তানে সাংবিধানিক শাসনের অবসান ঘটে– ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে।
- পূর্ববাংলার জনদাবি ছিল– নতুন সংবিধান ও স্বায়ত্তশাসন।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২১৪. পশ্চিম পাকিস্তানের কোন দলটি পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশে পরিণত করতে চেয়েছিল? (জ্ঞান)
ক জাতীয় কংগ্রেস খ নেজাম–ই–ইসলামী
● মুসলিম লীগ ঘ কমিউনিস্ট পার্টি

২১৫. কত খ্রিস্টাব্দের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে পাকিস্তান গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল? (জ্ঞান)
ক ১৯৩৫ খ ১৯৩৯ গ ১৯৪২ ● ১৯৪৬

২১৬. নিচের কোনটি গণপরিষদের দায়িত্ব ছিল? (জ্ঞান)
● নতুন সংবিধান প্রণয়ন খ মন্ত্রিসভা গঠন
গ বিচার বিভাগ পুনর্গঠন ঘ স্থানীয় সরকার গঠন

২১৭. কত খ্রিস্টাব্দে গণপরিষদ কর্তৃক মূলনীতি কমিটি গঠন করা হয়? (জ্ঞান)
ক ১৯৪৪ ● ১৯৪৯ গ ১৯৫০ ঘ ১৯৫১

২১৮. গণপরিষদের মূলনীতি কমিটিতে কোন অঞ্চলের প্রতিনিধি খুব নগণ্য ছিল? (জ্ঞান)
ক পশ্চিম বাংলার খ পাঞ্জাবের
● পূর্ব বাংলার ঘ বেলুচিস্তানের

২১৯. ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের সংবিধান মূলনীতি কমিটি কত মাস পর সুপারিশ ও প্রতিবেদন পেশ করেছিল? (অনুধাবন)
ক ১৫ খ ১৬ গ ১৭ ● ১৮

২২০. গণপরিষদের মূলনীতি কমিটির সুপারিশে কোন অঞ্চলের জনগণকে সবদিক থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল? (জ্ঞান)
ক পাঞ্জাবের খ পশ্চিম বাংলার
● পূর্ব বাংলার ঘ সিন্ধুর

২২১. কত খ্রিস্টাব্দে গণপরিষদের মূলনীতি কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে পূর্ব বাংলায় ব্যাপক প্রতিবাদ উঠেছিল? (জ্ঞান)
● ১৯৫০ খ ১৯৫২ গ ১৯৫৪ ঘ ১৯৫৫

২২২. দ্বিতীয় প্রতিবেদনটি গণপরিষদ মূলনীতি কমিটি কত খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেছিল? (জ্ঞান)
ক ১৯৪৮ খ ১৯৫০ ● ১৯৫২ ঘ ১৯৫৪

২২৩. গণপরিষদ মূলনীতি কমিটি তৃতীয় প্রতিবেদন কত খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেছিল? (জ্ঞান)
ক ১৯৪৭ খ ১৯৪৯ গ ১৯৫০ ● ১৯৫৩

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২২৪. গণপরিষদের দায়িত্ব ছিল– (অনুধাবন)
i. শাসন বিভাগের দায়িত্ব পালন করা ii. নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা
iii. কেন্দ্রীয় আইনসভা হিসেবে কাজ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২৫. ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে– (অনুধাবন)
i. সংবিধান স্থগিত করা হয় ii. গণতন্ত্রের চর্চা বৃদ্ধি পায়
iii. পাকিস্তানে সাংবিধানিক শাসনের অবসান ঘটে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২২৬ ও ২২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে 'ক' দেশের প্রথম সংবিধান প্রণীত হয়। তবে সংবিধানটি চালু ছিল মাত্র দু'বছর। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে সংবিধানটি স্থগিত করা হয়।

২২৬. 'ক' দেশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দেশ কোনটি? (প্রয়োগ)
ক ভারত খ নেপাল গ ভুটান ● পাকিস্তান

২২৭. উক্ত দেশে সামরিক শাসন জারির ফলে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. গণতন্ত্রের চর্চা বাধাগ্রস্ত হয়
ii. সাংবিধানিক শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে

iii. গণতন্ত্র চর্চার পথ সুগম হয়
নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓖ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়

[স. বো. '১৬]

ক. ইউনেস্কো কত সালে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে? ১
খ. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চিত্রে প্রদর্শিত ব্যক্তিবৃন্দের কর্মকাণ্ড কোন আন্দোলনকে নির্দেশ করছে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত আন্দোলন পরবর্তী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে উদ্দীপিত করে– তোমার মতামত দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে।

খ ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচন ছিল মুসলিম লীগের অন্যায়, বৈষম্যমূলক, ব্যর্থ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ। বাঙালি জাতি এ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগকে বুঝিয়ে দেয় যে তারা পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগকে আর চায় না। যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের জনপ্রিয়তা, বিশেষ করে তরুণ নেতৃত্বের জনপ্রিয়তা পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরির পথ সুগম করে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ ধারার সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি এ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগ ও অবাঙালি নেতৃত্বের প্রতি বাঙালির মনে ব্যাপক অনাস্থা জন্মায়। তাই ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ব।

গ প্রদত্ত চিত্রে প্রদর্শিত ব্যক্তিবৃন্দের কর্মকাণ্ড ভাষা আন্দোলনকে নির্দেশ করছে। ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় (বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজের চত্বরে) ছাত্রদের সভা জনসমুদ্রে পরিণত হয়। ঢাকা শহরের স্কুলকলেজের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ঐ সমাবেশে যোগ দেয়। সভায় ছোট ছোট দলে ছাত্ররা মিছিল করে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেয়। ছাত্রছাত্রীরা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিয়ে মিছিল করতে থাকলে পুলিশ তাদের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। ছাত্রছাত্রীরাও পুলিশের ওপর ইট–পাটকেল নিক্ষেপ করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে সমবেত হয়ে গণপরিষদের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে আবুল বরকত, রফিক উদ্দিন আহমদ, আবদুল জব্বার ঘটনাস্থলে শহিদ হন। আব্দুস সালাম ঐদিন গুলিবিদ্ধ হয়ে ৭ এপ্রিল শহিদ হন। চিত্রে এসব ব্যক্তিবৃন্দকেই স্মরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ চিত্রে প্রদর্শিত ব্যক্তিবৃন্দের কর্মকাণ্ড ভাষা আন্দোলনের নির্দেশক।

ঘ উক্ত আন্দোলন তথা ভাষা আন্দোলন পরবর্তী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে উদ্দীপিত করে। আমি প্রশ্নোক্ত উক্তিটির সাথে সম্পূর্ণ একমত। মূলত ১৪ আগস্ট, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে। তারা পূর্ব পাকিস্তানিদের মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়ার মতো ঘৃণ্য চক্রান্তে লিপ্ত হয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তীব্র আন্দোলনের মাধ্যমে মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষা করে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের এই আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতির মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটে। যার ফলে সম্ভব হয় ষাটের দশকের স্বাধিকার আদায়ের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন। এর হাত ধরে স্বায়ত্তশাসনের দাবি থেকে স্বাধীনতার দাবি এবং তারই ফলে বীর বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ করে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটায়। এ প্রেক্ষাপটে আমি দ্ব্যর্থহীন মত পোষণ করি যে, ভাষা আন্দোলন পরবর্তী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে উদ্দীপিত করে।

প্রশ্ন– ২ ভাষা আন্দোলন

রূ পকথা বহুদিন ধরে লন্ডনে বসবাস করছে। সুদূর লন্ডনে থেকেও সমুদ্র, মেঘলা বাংলা মাকে সে ভুলতে পারেনি। পদ্মা, মেঘনা, মধুমতি নিয়ে গড়া বাংলার জারি, সারি আর ভাটিয়ালি গান তাকে নিয়ত টানে। আর সেই টানে সাড়া দিয়ে ৮ ফাল্গুন সে বাংলাদেশে এসেছে। কিন্তু বাংলাদেশের একি হাল! তার বান্ধবী সুইটির বাসায় গিয়ে সে দেখে সুইটি মাইকেল জ্যাকসন, ব্রিটনি ছাড়া কিছুই শোনে না। প্রতিদিন সে ডিজে পার্টিতে যায়। রূ পকথা এসব দেখে ভাবে এজন্যই কি বাংলার দামাল ছেলেরা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিল অকাতরে।

[আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, চুয়াডাঙ্গা]

ক. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন হয় কত তারিখে? ১
খ. কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের সংবিধান রচিত হয়েছিল? ২
গ. কোন আন্দোলনের শিক্ষা রূ পকথাকে প্রভাবিত করেছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রূ পকথার এ ধরনের মনোভাবই আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছিল– বিশ্লেষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন হয় ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ মার্চ।

খ ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে গঠিত সংবিধান প্রণয়ন সংক্রান্ত মূলনীতি কমিটি ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় ও ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় প্রতিবেদন প্রকাশ করে। কিন্তু সংবিধান প্রণয়নের বিষয়টি অমীমাংসিত থেকে যায়। অবশেষে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে গভর্নর জেনারেলের উদ্যোগে এবং পূর্ব ও পশ্চিম অংশের নেতাদের সমঝোতায় ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে সংবিধান রচিত হয়।

গ ভাষা আন্দোলনের শিক্ষা রূ পকথাকে প্রভাবিত করেছিল।
১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলন ছিল এদেশের প্রাণের ভাষা, মায়ের ভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলন। এ আন্দোলনে বাংলার দামাল ছেলেরা জীবন দিয়ে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করেছিল। তাদের আত্মত্যাগ বাংলাদেশে বাংলা ভাষা চর্চার দাবি রাখে। সকলে বাংলার মা, মাটি ও ভাষার সাথে মিশে থাকবে তাই ছিল ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগের দাবি। রূ পকথা এই আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত। তাই সে সুদূর লন্ডনে থেকেও মেঘলা বাংলা মাকে ভুলতে পারেনি। পদ্মা, মেঘনা, মধুমতি নিয়ে গড়া বাংলার জারি, সারি আর ভাটিয়ালি গান তাকে নিয়ত টানে। আর সেই টানে সাড়া দিয়ে ৮ ফাল্গুন শহিদ দিবসে সে বাংলাদেশে আসে। কিন্তু তার বান্ধবী সুইটির বাসায় গিয়ে সে খুবই মর্মাহত হয়। কারণ সুইটি মাইকেল জ্যাকসন আর ব্রিটনির গান ছাড়া কিছুই শোনে না। সে প্রতিদিন

ডিজে পার্টিতে যায়। বাংলাদেশের এরূ প অবস্থা দেখে অর্থাৎ ইংরেজি সংস্কৃতি ও বিদেশি ভাষাপ্রীতি দেখে সুইটির খুব দুঃখবোধ হয়।

ঘ দেশের মাটির প্রতি, মায়ের ভাষা বাংলার প্রতি রূ পকথার হৃদয়ের টান। রূ পকথার এ ধরনের মনোভাবই আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এ অঞ্চলের তথা পূর্ব বাংলার মায়ের ভাষা বাংলাকে পদানত করতে চেয়েছিল। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের ভাষা বাংলাকে উপেৰা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে। কিন্তু প্রতিরোধ, হামলা, কাঁদানে গ্যাস, ১৪৪ ধারা, গুলিবর্ষণ কিছুই বাংলার দামাল ছেলেদের থামাতে পারেনি। তারা জীবন দিয়েছিল তবু বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরবদ্ধে ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালি জাতির প্রথম প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ, বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রেরণা। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বাঙালি জাতি পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের অবহেলা, বঞ্চনা, শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিল। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবমাননা বাঙালির মনকে প্রবল নাড়া দিয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল পাকিস্তানিদের হাতে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি কিছুই নিরাপদ নয়। এভাবেই বাঙালির মাঝে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ বপিত হয়। যার ফলে সম্ভব হয় ষাটের দশকের স্বাধিকার আদায়ের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন। এর হাত ধরে স্বায়ত্তশাসনের দাবি থেকে স্বাধীনতার দাবি এবং তারই ফলে বীর বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ করে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটায়। তাই বলা যায়, ভাষার প্রতি রূ পকথার এরূ প আন্তরিক মনোভাবই আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

প্রশ্ন– ৩ ভাষা আন্দোলন

অভি বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র। সে একদিন টিভিতে একটি অনুষ্ঠান দেখছিল। অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ইংরেজি, বাংলা ও হিন্দি মিশিয়ে অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করছিলেন। এ বিষয়টি অভিকে ব্যথিত করে। অভির মনে প্রশ্ন জাগে এ জন্যই কি আমাদের পূর্ব পুরবষরা তাদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে রাজপথ রঞ্জিত করেছিল?

[কামরবন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

ক. যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কত খ্রিষ্টাব্দে? ১
খ. মৌলিক গণতন্ত্র বলতে কী বোঝ? ২
গ. অভির মনোকষ্টে কোন আন্দোলনের প্রভাব লৰ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. অভির মতো সাধারণ মানুষের চেতনাই বাঙালি জাতিকে চূড়ান্ত লৰ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করে– উক্তিটির তাৎপর্য তুলে ধর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে।

খ জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ৰমতা কুৰিগত করার পর পাকিস্তানের শাসন ও রাজনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করার উদ্যোগ নেন। তিনি প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পরিত্যাগ করে এক অদ্ভুত ও নতুন নির্বাচন কাঠামো প্রবর্তন করেন। তার এই নির্বাচনের মূল ভিত্তি ছিল মৌলিক গণতন্ত্র। এটি হচ্ছে এক ধরনের সীমিত গণতন্ত্র, যাতে কেবল নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অধিকার ছিল।

গ অভির মনোকষ্টে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব লৰ করা যায়। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ভাষা আন্দোলন ছিল এদেশের মানুষের প্রাণের ভাষা, মায়ের ভাষা বাংলার মর্যাদা রৰার আন্দোলন। এ আন্দোলনে বাংলার দামাল ছেলেরা জীবন দিয়ে মাতৃভাষার মর্যাদা রৰা করেছিল। তাদের আত্মত্যাগ বাংলাদেশে বাংলা ভাষা চর্চার দাবি রাখে। উদ্দীপকে বর্ণিত অভি বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র। সে একদিন টিভিতে একটি অনুষ্ঠান দেখছিল। অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ইংরেজি, বাংলা ও হিন্দি মিশিয়ে অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করছিলেন। এ বিষয়টি অভিকে ব্যথিত করে। অভির মনে প্রশ্ন জাগে, এ জন্যই কি আমাদের পূর্ব পুরবষরা তাদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে রাজপথ রঞ্জিত করেছিল? অভির মনের এরূ প প্রশ্ন থেকে তার মনোকষ্টে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব লৰ করা যায়।

ঘ অভির চেতনায় ভাষা আন্দোলনের প্রভাব লৰ করা যায়। অভির মতো সাধারণ মানুষের চেতনাই বাঙালি জাতিকে চূড়ান্ত লৰ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করে। মূলত ১৪ আগস্ট, ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ শুরব করে। তারা পূর্ব পাকিস্তানিদের মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়ার মতো ঘৃণ্য চক্রান্তে লিপ্ত হয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তীব্র আন্দোলনের মাধ্যমে মায়ের ভাষার মর্যাদা রৰা করে। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের এই আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতির মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটে। ফলে পরবর্তীতে তারা ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করে। এরপর ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের সংবিধানে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি আদায় করে। এরই ধারাবাহিকতায় পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে 'শরীফ শিৰা কমিশনের' বিরবদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। আর ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ঘোষণা করা হয় বাঙালির ম্যাগনাকার্টা ছয়দফা। এভাবে ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০ এর নির্বাচন এবং ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতি অর্জন করে কাঙ্ক্ষিত সফলতা। তাই বলা যায় যে, ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতি যে চেতনার বিকাশ ঘটায় তা ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে চূড়ান্ত সফলতা লাভ করে।

প্রশ্ন– ৪ ভাষা আন্দোলনে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের ভূমিকা

সাংবাদিক আবু নাছের সাহেব ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পৰে কোনোভাবেই একমত নন। তিনি মনে করেন, যে ছাত্ররা আন্দোলনের মাধ্যমে মায়ের মুখের ভাষায় কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, সে ছাত্ররাই বড় রাজনীতিবিদ হয়ে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাবে। ছাত্রদের বুকের তাজা রক্তের ইতিহাস জাতি আজও ভুলে যায়নি। ছাত্রদের অন্যতম কাজ অন্যায় ও অত্যাচারের বিরবদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনা করা। [পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর]

ক. কে ঘোষণা দেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু? ১
খ. 'যুক্তফ্রন্ট' বলতে কী বোঝ? ২
গ. আবু নাছের সাহেবের বক্তব্যে যে আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. বাংলাদেশে এ ধরনের একটি আন্দোলনে ছাত্রদের পাশাপাশি সকল শ্রেণি–পেশার মানুষ জড়িত ছিল– বিশেরষণ কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা দেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।

খ যুক্তফ্রন্ট ছিল মূলত একটি নির্বাচনি জোট। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করার জন্য পূর্ববাংলার সদ্য প্রতিষ্ঠিত দলগুলো একত্রিত হয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। যুক্তফ্রন্ট মূলত চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল।

গ আবু নাছের সাহেবের বক্তব্যে ভাষা আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে। সাংবাদিক আবু নাছের সাহেব মনে করেন, যে ছাত্ররা আন্দোলনের মাধ্যমে মায়ের মুখের ভাষায় কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, সে ছাত্ররাই বড় রাজনীতিবিদ হয়ে দেশের আর্থ–সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাবে। তাদের বুকের তাজা রক্তের ইতিহাস জাতি আজও ভুলে যায়নি, যা ভাষা আন্দোলনকে নির্দেশ করে। মূলত ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানিদের ওপর নানা ধরনের

বৈষম্যমূলক আচরণ শুরব করে। বাঙালিকে শোষণ করার কৌশল হিসেবে প্রথমেই বাংলা ভাষার ওপর আঘাত হানে। পুরো পাকিস্তানের মোট জনগোষ্ঠীর ৫৬% এর মুখের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যা লঘিষ্ঠ মাত্র ৩.২৭% জনগোষ্ঠীর ভাষা উর্দুকে তারা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সূত্রপাত হয় ভাষা আন্দোলনের। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে এই আন্দোলন ব্যাপক রূ পলাভ করে। এই আন্দোলনে জব্বার, বরকত, রফিকসহ আরও অনেকে শহিদ হয়। অবশেষে শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের দাবি মেনে নেয়। ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়।

ঘ উদ্দীপকে ভাষা আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের পাশাপাশি সকল শ্রেণি–পেশার মানুষ জড়িত ছিল। ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলন। পরবর্তীকালে এই আন্দোলন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ম দেয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের প্রথম পদৰেপ ছিল এই আন্দোলন। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির অধিকার হরণের চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। পুরো পাকিস্তানের মোট জনগোষ্ঠীর ৫৬ শতাংশের মুখের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যালঘিষ্ঠ মাত্র ৩.২৭ শতাংশ জনগোষ্ঠীর ভাষা উর্দুকে তারা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। শাসকগোষ্ঠী ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামত উপেৰা করে উর্দু ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ প্রথমেই এর বিরবদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়। তারা অন্যায় বৈষম্যমূলক এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায়। এভাবেই ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে এই আন্দোলন ব্যাপক রূ প লাভ করে। ছাত্রছাত্রীসহ সকল শ্রেণি–পেশার মানুষ ভাষার দাবিতে সারা দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলে। পৃথিবীতে ভাষার জন্য প্রথম শহিদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অনেকে। অবশেষে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষার দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়।

প্রশ্ন– ৫ ▸▸ যুক্তফ্রন্ট গঠনের পটভূমি এবং ২১ দফা কর্মসূচি

সিরিয়ার সরকার বিরোধী পৰগুলো নতুন জোট গঠনের জন্য একমত হয়। তাদের নতুন জোটের নাম দেওয়া হয় 'সিরিয়ান রেভ্যুলেশন'। সিরিয়ার সহিংসতা বন্ধ করে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এ জোটের প্রধান লৰ্য। এরূ প ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানে পূর্ববাংলায় রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে একটি জোট গঠন করা হয়। মূলত তৎকালীন বাংলায় প্রাদেশিক সরকার পরিচালনা করতে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করাই ছিল তাদের লৰ্য। [মিরপুর বাংলা স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কী? ১
খ. ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে পাকিস্তান আমলের কোন জোট গঠনের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত জোটটি বাংলার গণমানুষের আশা–আকাঙ্ক্ষাকে অনেকাংশে পূরণ করতে সৰম হয়েছিল? উত্তরের পৰে যুক্তি দাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন হচ্ছে সংবিধান।

খ ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ভাষা আন্দোলন ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরবদ্ধে বাঙালি জাতির প্রথম প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ, বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রেরণা। এ আন্দোলনের দ্বারা বাঙালির মাঝে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ বপিত হয়। যার ফলে সম্ভব হয় ষাটের দশকের স্বাধিকার আদায়ের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন। যার হাত ধরে অর্জিত হয় আমাদের স্বাধীনতা।

গ উদ্দীপকে পাকিস্তান আমলের 'যুক্তফ্রন্ট' জোট গঠনের কথা বলা হয়েছে। মূলত ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মুসলিম লীগ ছিল পুরাতন ও বড় দল। এছাড়া পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক সরকার পরিচালনা করত মুসলিম লীগ। ফলে ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলো মুসলিম লীগকে পরাজিত করার কৌশল হিসেবে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করার পরিকল্পনা নেয়। মূলত তৎকালীন বাংলায় প্রাদেশিক সরকার পরিচালনা করার জন্য জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করাই ছিল তাদের লৰ্য। এরই প্রেৰিতে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। যুক্তফ্রন্ট মূলত চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হয়। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ, শেরেবাংলা একে ফজলুল হকের কৃষক–শ্রমিক পার্টি, মওলানা আতাহার আলীর নেজাম–ই–ইসলামী পার্টি এবং হাজী দানেশের বামপন্থী গণতন্ত্রী দল। উদ্দীপকেও দেখা যায়, সিরিয়ার সরকার বিরোধী পৰগুলো নতুন জোট গঠনের জন্য একমত হয় এবং 'সিরিয়ান রেভ্যুলেশন' নামে নতুন জোট গঠন করে। সিরিয়ার সহিংসতা বন্ধ করে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এ জোটের প্রধান লৰ্য।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতপূর্ণ জোট অর্থাৎ 'যুক্তফ্রন্ট' বাংলার গণমানুষের আশা–আকাঙ্ক্ষাকে অনেকাংশ পূরণ করতে সৰম হয়েছিল বলে আমি মনে করি। জন্মলগ্ন থেকেই আওয়ামী মুসলিম লীগ দলটি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ওপর বিশেষ গুরবত্ব দিয়ে ৪২ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে। আওয়ামী মুসলিম লীগের নির্বাচনি কর্মসূচির ৪২ দফার প্রধান প্রধান দাবি নিয়ে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করা হয়। বাংলার গণমানুষের আশা–আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে ২১ দফা কর্মসূচি তৈরি করা হয়। এই ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতেই যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে ২২৩টি আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনি ফলাফল ছিল মুসলিম লীগের অন্যায় বৈষম্যমূলক ব্যর্থ শাসনের বিরবদ্ধে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ। বাঙালি জাতি এ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগকে বুঝিয়ে দেয় যে, তারা পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগকে আর চায় না। যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের জনপ্রিয়তা শেষ করে তরবণ নেতৃত্বের জনপ্রিয়তা পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরির পথ সুগম করে। এছাড়া যুক্তফ্রন্টের মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগের সর্বোচ্চ আসন লাভ ভবিষ্যতে তাদের পূর্ব বাংলায় বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত বহন করে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে ধর্মনিরপেৰ ধারার সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি এ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগ ও অবাঙালি নেতৃত্বের প্রতি বাঙালির মনে ব্যাপক অনাস্থা জন্মায়। তারা বুঝতে পারে পশ্চিম পাকিস্তানি ও তাদের এ দেশীয় দোসরদের দ্বারা বাঙালির প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয়। ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলাবাসী স্বায়ত্তশাসনের প্রতি তাদের পূর্ব সমর্থন ব্যক্ত করে। সুতরাং বলা যায়, যুক্তফ্রন্ট জোটটি বাংলার গণমানুষের আশা–আকাঙ্ক্ষাকে অনেকাংশে পূরণ করতে সৰম হয়েছিল।

প্রশ্ন– ৬ ▸▸ যুক্তফ্রন্ট এবং প্রাদেশিক নির্বাচন

বাংলাদেশের রাজধানীতে ১/১১ এর পর যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করে মহাজোট বিজয় অর্জন করে। ড. শিমুল মোস্তফার এ জয় দেখে পাকিস্তান আমলের এ ধরনের একটি নির্বাচনের জয়লাভের ঘটনা মনে পড়ে। পূর্ব বাংলায় জনগণের স্বতন্ত্রতা প্রদর্শন করতে উক্ত নির্বাচন যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। যদিও উক্ত নির্বাচনের বিজয়ীরা বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। তবু দেশের স্বাধীনতা অর্জনের ৰেত্রে উক্ত নির্বাচনের ফলাফল ইতিবাচক প্রভাব রাখে।

[নবাবগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ]

ক. ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় কবে? ১
খ. কীভাবে ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায় শুরু হয়? ২
গ. উদ্দীপকে পাকিস্তান আমলের যে নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে তার ফলাফল ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে উক্ত নির্বাচনের ফলাফল ইতিবাচক প্রভাব রাখে– উক্তিটির আলোকে নির্বাচনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ নভেম্বর।

খ ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আততায়ীর হাতে নিহত হলে প্রধানমন্ত্রী হন খাজা নাজিমুদ্দীন। নতুন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে ঘোষণা দেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এ উক্তিকে কেন্দ্র করে ভাষা আন্দোলন নতুন মাত্রা সর্বাত্মক রূ পলাভ করে। এভাবে ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায় শুরু হয়।

গ উদ্দীপকে পাকিস্তান আমলের ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশের রাজধানীতে ১/১১ এর পর যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করে মহাজোট বিজয় অর্জন করে। ড. শিমুল মোস্তফার এ জয় দেখে পাকিস্তান আমলের এ ধরনের একটি নির্বাচনের জয়লাভের ঘটনা মনে পড়ে যা ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচনকে নির্দেশ করে। এ নির্বাচনের ফলাফল ব্যাখ্যা করা হলো : ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ৮ মার্চের নির্বাচন ছিল পূর্ব বাংলায় প্রথম অবাধ ও সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনে শতকরা ৩৭.১৯ ভাগ ভোটার ভোট দেয়। ২ এপ্রিল সরকারিভাবে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়। মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসন লাভ করে। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি আসন, পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস ২৪টি, তফসিলি ফেডারেশন ২৭টি, খেলাফত–ই–রাব্বানী ২টি, খ্রিষ্টান ১টি, বৌদ্ধ ১টি, কম্যুনিস্ট পার্টি ৪টি আসন লাভ করে।

ঘ উদ্দীপকে ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে এ নির্বাচনের ফলাফল ইতিবাচক প্রভাব রাখে। উক্তিটির আলোকে নির্বাচনের ফলাফলের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হলো : এদেশের মানুষ ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নেতাদের বিজয়ী করে। তারা এই নির্বাচনে মূলত শাসকগোষ্ঠী তথা মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। ফলে যুক্তফ্রন্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে মন্ত্রিসভা গঠন করে। পশ্চিম পাকিস্তানি শোষকদের প্রতি এটি ছিল প্রথম সফল সংঘবদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রতিবাদী বিজয়। এরই ধারাবাহিকতা স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিল। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচন ছিল মুসলিম লীগের অন্যায়, বৈষম্যমূলক, ব্যর্থ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ। এ নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ ধারার সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি এ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগ ও অবাঙালি নেতৃত্বের প্রতি বাঙালির মনে ব্যাপক অনাস্থা জন্মায়। ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলাবাসী স্বায়ত্তশাসনের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে। যুক্তফ্রন্টের বিজয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে অর্জিত হয় স্বাধীনতা। সুতরাং বলা যায়, দেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফল ইতিবাচক প্রভাব রাখে।

প্রশ্ন– ৭ মুসলিম লীগ ও তার অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড

জামান দশম শ্রেণির ছাত্র। সে তার দাদুর থেকে শুনেছে শুধু আঞ্চলিক কারণে একটি শাসকদলের ত্যাগী নেতারা উপেক্ষিত হয়। অথচ এ ত্যাগী নেতারা দেশটির জন্মলগ্নে ব্যাপক ত্যাগ স্বীকার করেছিল। শাসক দলের অসাংবিধানিক ও অগণতান্ত্রিক কার্যাবলি দলটিকে ধীরে ধীরে জনবিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। [পিরোজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. কত খ্রিষ্টাব্দে ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল? ১
খ. যুক্তফ্রন্ট গঠন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জামান তার দাদুর থেকে যে দল ও তার অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের তথ্য শুনেছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. উক্ত দলটির অনুরূ প আচরণে সৃষ্টি হয়েছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ– বিশ্লেষণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল।

খ যুক্তফ্রন্ট গঠন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মূলত চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে ২২৩টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাবাসী স্বায়ত্তশাসনের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে।

গ জামান তার দাদুর থেকে পাকিস্তান মুসলিম লীগ ও তার অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের তথ্য শুনেছে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর মুসলিম লীগ নেতারা পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনে বাঙালি নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টা, উদ্যোগ ও আত্মত্যাগ ভুলে গিয়ে বাঙালির বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে, বাঙালির প্রতি চালায় দমননীতি। শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিমদের মতো মুসলিম লীগের ত্যাগী বাঙালি নেতারা উপেক্ষিত হন। শাসকদল হিসেবে মুসলিম লীগ শুরু থেকেই অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিকভাবে দেশ পরিচালনা করতে থাকে। ধীরে ধীরে মুসলিম লীগ জনবিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে। উদ্দীপকেও দেখা যায়, জামান তার দাদুর থেকে শুনেছে শুধু আঞ্চলিক কারণে একটি শাসকদলের ত্যাগী নেতারা উপেক্ষিত হয়। অথচ এ ত্যাগী নেতারা দেশটির জন্মলগ্নে ব্যাপক ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। শাসক দলের অসাংবিধানিক ও অগণতান্ত্রিক কার্যাবলি দলটিকে ধীরে ধীরে জনবিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। সুতরাং বলা যায়, জামান তার দাদুর থেকে পাকিস্তান মুসলিম লীগ ও তার অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের কথা শুনেছে।

ঘ পাকিস্তান মুসলিম লীগের অসাংবিধানিক ও অগণতান্ত্রিক আচরণে সৃষ্টি হয়েছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ। শাসকদল হিসেবে মুসলিম লীগ শুরু থেকেই অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিকভাবে দেশ পরিচালনা করতে থাকে। দেশ শাসনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে জনগণ থেকে ক্রমেই দূরে সরে যেতে থাকে। অন্যদিকে মুসিলম লীগের বঞ্চিত নেতাদের প্রতি জনসমর্থন বাড়ে। জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী মুসলিম লীগের প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে থাকেন এবং নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী একটি বিরোধী দল গঠনের জন্য আলোচনায় বসেন। এরই ধারাবাহিকতায় পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম লীগবিরোধী নেতৃবৃন্দের সাথেও নতুন দল গঠন নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। নতুন দল গঠনের তৎপরতা ও প্রস্তুতির পর ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩–২৪ জুন ঢাকার রোজ গার্ডেনে কর্মী সম্মেলন হয়। ৩০০ জন শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিনিধি এতে অংশ নেন। সভায় সর্বসম্মতভাবে 'পূর্ব পাকিস্তান

আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মওলানা ভাসানীকে সভাপতি, শামসুল হককে সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যুগ্ম সম্পাদক করে ৪০ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। ২৪ জুন সদ্য গঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ৮ ▸▸ ভাষা আন্দোলনের পটভূমি

ক. কত খ্রিষ্টাব্দে ভাষা আন্দোলন ব্যাপক রূপ লাভ করে? ১

খ. মুসলিম লীগ ধীরে ধীরে জনবিচ্ছিন্ন হতে থাকে কেন? ২

গ. চিত্রে প্রতিফলিত আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলনের ফলে বাঙালির মাঝে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ বপিত হয়– মূল্যায়ন কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ভাষা আন্দোলন ব্যাপক রূপ লাভ করে।

খ পশ্চিম পাকিস্তানি মুসলিম লীগ নেতারা বাঙালির বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে, বাঙালির প্রতি চরম দমননীতি চালায়। শাসক দল হিসেবে মুসলিম লীগ শুরু থেকেই অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিকভাবে দেশ পরিচালনা করতে থাকে। ফলে মুসলিম লীগ ধীরে ধীরে জনবিচ্ছিন্ন হতে থাকে।

গ চিত্রে প্রতিফলিত আন্দোলন হচ্ছে ভাষা আন্দোলন। কারণ চিত্রে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' লেখা পল্যাকার্ডসহ ভাষা আন্দোলনের একাংশের ছবি দেখা যাচ্ছে। ভাষা আন্দোলনের পটভূমি নিচে ব্যাখ্যা করা হলো। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ আগস্ট ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। তৎকালীন পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের একটি অংশে পরিণত হয়। পশ্চিম পাকিস্তান সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নেয়। তারা এ অঞ্চলের ওপর শোষণ করার কৌশল হিসেবে প্রথম ভাষার ওপর আঘাত হানে। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বেই মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হলে উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা এ সম্পর্কিত মতামত দিলে ড. মুহাম্মদ শহীদুলাহসহ বাংলার বুদ্ধিজীবী, লেখকগণ এর প্রতিবাদ করেন। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ইংরেজির পাশাপাশি উর্দুতে কার্যক্রম শুরু হলে পূর্ব বাংলা কংগ্রেস পার্টির সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এর প্রতিবাদ করেন এবং বাংলাকেও অধিবেশনের অন্যতম ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান। কিন্তু মুসলিম লীগের সকল সদস্য এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন, 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। এতে পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র জনতা তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এ সময় সারা পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ নভেম্বর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আবারও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন। ছাত্ররা এর তীব্র প্রতিবাদ করে। লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের বক্তব্যেও জিন্নাহর কথার প্রতিধ্বনি হলে ভাষা আন্দোলন নতুন মাত্রা ও সর্বাত্মক রূপ লাভ করে।

ঘ ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালির মাঝে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ বপিত হয়। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অনন্য সাধারণ ঘটনা। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ভাষা আন্দোলন ছিল পাকিস্তানি রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির প্রথম প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ, বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রেরণা। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বাঙালি জাতি পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের অবহেলা, বঞ্চনা ও শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিল। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবমাননা বাঙালির মনকে প্রবল নাড়া দিয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল পাকিস্তানিদের হাতে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি কিছুই নিরাপদ নয়। এভাবেই বাঙালির মাঝে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ বপিত হয়।

ভাষা আন্দোলনের চেতনার মাধ্যমে সম্ভব হয় ষাটের দশকের স্বাধিকার আদায়ের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন। যার হাত ধরে স্বায়ত্তশাসনের দাবি থেকে স্বাধীনতার দাবি এবং তারই ফলে বীর বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ করে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটায়। বাংলা ভাষার প্রশ্ন ছিল এদেশের জনতার অস্তিত্বের প্রশ্ন। একে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতীয়তাবাদ জেগে ওঠে এবং ভাষা আন্দোলনের সফলতার কারণে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিজয়ী হয়। সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালির মাঝে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ বপিত হয়।

প্রশ্ন– ৯ ▸▸ ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়

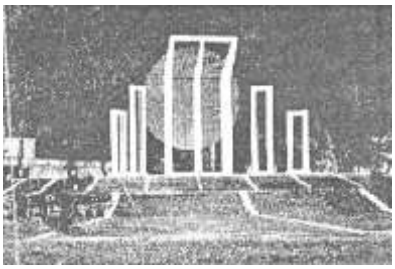

ক. রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম কী? ১

খ. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বাংলা ভাষার দাবিকে অগ্রাহ্য করেছিলেন– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্রটি যে আন্দোলনের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয় তার চূড়ান্ত পর্যায়ের ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উক্ত চিত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আন্দোলনে নারী সমাজ বিশেষভাবে সম্পৃক্ত ছিল– বিশ্লেষণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।

খ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বাংলা ভাষার দাবিকে অগ্রাহ্য করেছিলেন। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ২১ মার্চ রমনার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এবং ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি বক্তব্য দেন। দুটি বক্তব্যেই তিনি বাংলা ভাষার দাবি অগ্রাহ্য করে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন।

গ চিত্রে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার দেখা যাচ্ছে। এ চিত্রটি ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ের ব্যাখ্যা নিচে দেওয়া হলো। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দীন ঘোষণা দেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এর প্রতিবাদে ভাষা আন্দোলন নতুন করে শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ৩০ জানুয়ারি সভা ও ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করে। ৩১ জানুয়ারি গঠন করা হয় সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ২১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী হরতাল, জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ সময় ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে মিছিল বের করে। পুলিশ লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। ছাত্ররাও তাদের দিকে ইট–পাটকেল নিক্ষেপ করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে সমবেত হয়ে গণপরিষদের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে পুলিশ মিছিলে গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে শহিদ হন রফিক, জব্বার, বরকত প্রমুখ। ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগ এবং অব্যাহত আন্দোলনের কারণে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

ঘ চিত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আন্দোলন হচ্ছে ভাষা আন্দোলন। আটচল্লিশ ও বায়ান্ন খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের পূর্বাপর ঘটনাপ্রবাহ ও আন্দোলনের সঙ্গে নারী সমাজ বিশেষভাবে সম্পৃক্ত ছিল। আটচল্লিশের ভাষা আন্দোলনে ঢাকার বিভিন্ন স্কুল–কলেজ, বিশেষ করে কামরুন্নেসা স্কুল এবং ইডেন কলেজ ছাত্রীদের ভূমিকা ছিল সংগ্রামী। বিভিন্ন মিছিল মিটিং–এ তারা উপস্থিত থেকে বাংলা ভাষার মর্যাদার পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। ঢাকার বাইরেও নারী সমাজের ভূমিকা ছিল দুঃসাহসী ও অসাধারণ। যশোরে ভাষা আন্দোলনে নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে একজন ছিলেন হামিদা রহমান। বগুড়ায় বিশেষ ভূমিকায় ছিলেন রহিমা খাতুন, সালেহা খাতুন (সালেহা চক্রবর্তী) সহ অনেকে। সিলেটে সংগ্রামী ভূমিকা রাখেন হাজেরা মাহমুদ, যোবেদা খাতুন চৌধুরী, শাহেরা বানু, সৈয়দা লুৎফুন্নেছা খাতুন, সৈয়দা নাজিরুন্নেছা খাতুন, রাবেয়া খাতুনসহ অনেকে। পোস্টার ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে আন্দোলন সচল রাখার তৎপরতা চালানোর সময় ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ আগস্ট গ্রেফতার হন লিলি চক্রবর্তী। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি যারা পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশন বর্জন করেন তাদের মধ্যে আনোয়ারা খাতুন ছিলেন অন্যতম। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার মতো সাহসী ভূমিকা যারা রেখেছিলেন তারা হলেন শামসুন্নাহার, রওশন আরা, বাচ্চু, সুফিয়া ইব্রাহীমসহ আরও অনেকে।

প্রশ্ন– ১০ ▸▸ ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়

ক. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কত দিন শাসন করে? ১

খ. ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্রে প্রদর্শিত আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিশের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলনে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কার্যক্রম ছিল উল্লেখযোগ্য– তুমি কি বক্তব্যটি সমর্থন কর? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ৫৬ দিন শাসন করে।

খ ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রণীত ২১ দফা ছিল মূলত পূর্ব বাংলার জনগণের স্বায়ত্তশাসনের দাবি। আর এ কারণে পূর্ব বাংলার জনসাধারণ প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। অপরদিকে মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রের রাজনীতি, বৈষম্য ও নির্যাতনমূলক নীতির কারণে পূর্ব বাংলার জনগণের মুসলিম লীগের প্রতি মোহভঙ্গ ঘটে। ফলে মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

গ চিত্রে প্রদর্শিত আন্দোলনটি হচ্ছে ভাষা আন্দোলন। তার কারণ, চিত্রে বাংলা ভাষার দাবি সংশ্লিষ্ট কয়েকটি পল্যাকার্ডসহ ভাষা আন্দোলনের একাংশের ছবি দেখা যাচ্ছে। ভাষা আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিসের ভূমিকা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো। তমদ্দুন মজলিশ ভাষা আন্দোলনের পথিকৃৎ সংগঠন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এদেশের বুদ্ধিজীবীগণ মুসলিম লীগ নেতাদের উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানান। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে তমদ্দুন মজলিশ গঠিত হয়। এটিই ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন। এ সংগঠনের উদ্যোগে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' প্রকাশিত হয়। এতে রাষ্ট্রভাষা বাংলা দাবির পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়। তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপ দানের লক্ষ্যে ১৯৪৭–এর অক্টোবর মাসে গঠিত হয় প্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। এরই ধারাবাহিকতায় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঘ ভাষা আন্দোলনে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কার্যক্রম ছিল উল্লেখযোগ্য– বক্তব্যটি আমি সমর্থন করি। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি তৎকালীন পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন পল্টন ময়দানে ঘোষণা দেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এর পরিপ্রেক্ষিতে ভাষা আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ হয়। ৩১ জানুয়ারি আওয়ামী মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সর্বদলীয় সভায় 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এ সভায় ২১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী হরতাল, জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিল করার সিদ্ধান্ত হয়। এ সময় ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ২০ ফেব্রুয়ারি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে ১৪৪ ধারা ভাঙার বিষয়ে দ্বিমত দেখা দিলেও শেষ পর্যন্ত ভাঙার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরের দিন মিছিল বের করা হলে পুলিশ মিছিলে গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে শহিদ হন আবুল বরকত, রফিক উদ্দিন আহমদ, আবদুল জব্বার প্রমুখ। এরই ধারাবাহিকতায় আসে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি। সুতরাং বলা যায়, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন সংগ্রামে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কার্যক্রম ছিল উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্ন– ১১ ▸▸ যুক্তফ্রন্ট গঠনের পটভূমি এবং ২১ দফা কর্মসূচি

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে পূর্ব বাংলার সর্বস্তরের জনগণ এ দলের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চে মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব বাংলার নির্বাচনের ঘোষণা দিলে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক–শ্রমিক পার্টি, নেজাম–ই–ইসলামী ও বামপন্থী গণতন্ত্রী দলের সমন্বয়ে একটি নির্বাচনি জোট গঠিত হয়। উক্ত জোট ২১ দফার ভিত্তিতে অংশগ্রহণ করে এবং বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়।

ক. 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' কত খ্রিষ্টাব্দে গঠন করা হয়? ১
খ. 'যুক্তফ্রন্ট' গঠিত হয়েছিল কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোচনায় কোন নির্বাচনের ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত নির্বাচনে উদ্দীপকে উলিরখিত জোটের নির্বাচনি ইশতেহার ছিল পূর্ব বাংলার জনগণের আশা–আকাঙ্খার প্রতীক– বিশেরষণ কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে গঠন করা হয়।

খ ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচনে পূর্ব বাংলার সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলো মুসলিম লীগকে পরাজিত করার কৌশল হিসেবে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করার পরিকল্পনা নেয়। এরই প্রেরিতে ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নভেম্বর ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। যুক্তফ্রন্ট মূলত চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হয়।

গ উদ্দীপকের আলোচনায় ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচনের ইঙ্গিত রয়েছে। উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে যে, ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের মার্চে মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব বাংলার নির্বাচনের ঘোষণা দিলে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক–শ্রমিক পার্টি, নেজাম–ই–ইসলামী ও বামপন্থী গণতন্ত্রী দলের সমন্বয়ে একটি নির্বাচনি জোট গঠিত হয়। উক্ত জোট এ নির্বাচনে ২১ দফার ভিত্তিতে অংশগ্রহণ করে এবং বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় যা ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচনকে নির্দেশ করে। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মুসলিম লীগ ছিল পুরাতন ও বড় দল। এছাড়া পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক সরকার পরিচালনা করত মুসলিম লীগ। ফলে ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলো মুসলিম লীগকে পরাজিত করার কৌশল হিসেবে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করার পরিকল্পনা নেয়। এরই প্রেরিতে ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নভেম্বর ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। যুক্তফ্রন্ট মূলত চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হয়। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ, শেরেবাংলা ফজলুল হকের কৃষক–শ্রমিক পার্টি, মওলানা আতাহার আলীর নেজাম–ই–ইসলামী পার্টি এবং হাজী দানেশের বামপন্থী গণতন্ত্রী দল। যুক্তফ্রন্ট ২১ দফার ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে ২২৩টি আসন লাভ করে।

ঘ ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি ইশতেহার ছিল পূর্ব বাংলার জনগণের আশা–আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। আওয়ামী মুসলিম লীগের নির্বাচনি কর্মসূচির ৪২ দফার প্রধান প্রধান দাবি নিয়ে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করা হয়। পূর্ব বাংলার গণমানুষের আশা–আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে এই ২১ দফা কর্মসূচি তৈরি করা হয়। ২১ দফা কর্মসূচির প্রধান কয়েকটি দফা নিচে সংক্ষেপে উলেরখ করার মাধ্যমে দেখানো হলো যে, যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি ইশতেহার ছিল পূর্ব বাংলার জনগণের আশা–আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।

- বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।
- বিনা রতিপূরণে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত করা ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ।
- পাটশিল্পের জাতীয়করণ করা।
- কৃষির উন্নতির জন্য সমবায় কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তন।
- শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা।
- অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিরা প্রবর্তন।
- মাতৃভাষার মাধ্যমে শিরাদান, সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করা এবং সকল বিদ্যালয়কে সরকারিভাবে সাহায্য করা।
- ঘুষ, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন রদ করা।
- '৫২–এর ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে শহিদ মিনার নির্মাণ।
- ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস হিসেবে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা।
- ১৯৪০–এর লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব বাংলাকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান।
- আইন পরিষদের মেয়াদ কোনোভাবেই বৃদ্ধি না করা।

প্রশ্ন– ১২ আওয়ামী মুসলীম লীগ থেকে আওয়ামী লীগ

গণতন্ত্রমনা ও সংস্কারপন্থী কিছু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখার জন্য ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে একটি বিরোধী দল গঠনের জন্য আলোচনায় বসেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে ঢাকার রোজ গার্ডেনে কর্মী সম্মেলন হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মওলানা ভাসানী উক্ত দলটির প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি মনোনীত হন।

ক. যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার রচয়িতা কে ছিলেন? ১
খ. ভাষা আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিশের ভূমিকা কিরূ প ছিল? ২
গ. উদ্দীপকে কোন রাজনৈতিক দল গঠনের কথা বিবৃত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. পাকিস্তানি শাসকদের বিরবদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর হিসেবে উক্ত রাজনৈতিক দলটি জনগণের আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়– বক্তব্যটি বিশেরষণ কর। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার রচয়িতা ছিলেন আবুল মনসুর আহমেদ।

খ পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পরপরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাশেম এর নেতৃত্বে 'তমদ্দুন মজলিশ' গঠিত হয়েছিল। এ সংগঠনের উদ্যোগেই ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' প্রকাশিত হয়েছিল। এ সংগঠনের উদ্যোগেই ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূ পদানের জন্য গঠিত হয়েছিল 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'।

গ উদ্দীপকে যে রাজনৈতিক দল গঠনের কথা বিবৃত হয়েছে তা হলো আওয়ামী মুসলিম লীগ বা আওয়ামী লীগ। দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম লীগের এক অংশ যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, সংস্কারপন্থী ছিল, তাদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি মদদপুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল অপর অংশ নানাভাবে দমন, নিপীড়ন চালাতে থাকে। জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী মুসলিম লীগের প্রচলিত নীতির বিরবদ্ধে প্রতিবাদ করতে থাকেন এবং নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এ লব্যে ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী একটি বিরোধী দল গঠনের জন্য আলোচনায় বসেন। নতুন দল গঠনের তৎপরতা ও এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩–২৪ জুন ঢাকার রোজ গার্ডেনে কর্মী সম্মেলন হয় এবং সভায় সর্বসম্মতভাবে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মওলানা ভাসানীকে উক্ত দলের সভাপতি করা হয়। উদ্দীপকেও দেখা যায়, গণতন্ত্রমনা ও সংস্কারপন্থী কিছু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখার জন্য ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের যে মাসে একটি বিরোধী

দল গঠনের জন্য আলোচনায় বসেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে ঢাকার রোজ গার্ডেনে কর্মী সম্মেলন হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং মওলানা ভাসানী দলটির প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি মনোনীত হন।

ঘ উদ্দীপকে রাজনৈতিক দল আওয়ামী মুসলিম লীগ বা আওয়ামী লীগের কথা বলা হয়েছে। এ দলটি পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর হিসেবে জনগণের আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়েছিল। আওয়ামী মুসলিম লীগ তথা আওয়ামী লীগ তার আন্দোলন–কর্মসূচি দ্বারাই জনগণের আস্থা অর্জন করে। মুসলিম লীগের অনৈতিক আর শোষণ নিপীড়ন নীতির প্রতিবাদে ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে এর নামকরণ করা হয় 'আওয়ামী লীগ'। এ দলটি এ অঞ্চলের মানুষের আশা–আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে আন্দোলন শুরু করে। জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ, স্বাধিকারের দাবিতে তারা সোচ্চার হয়। জন্মলগ্ন থেকেই আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ৪২ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে। তাদের প্রধান দাবির মধ্যে ছিল রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি, একজনের এক ভোট, গণতন্ত্র, সংবিধান প্রণয়ন, সংসদীয় পদ্ধতির সরকার, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ। বাংলার ইতিহাসে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রথম সফল বিরোধী দল। এ দলটি গঠনের মাধ্যমে বিরোধী রাজনীতিতে যে শূন্যতা ছিল তা পূরণ হয়। মুসলিম লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের কুশাসনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর হিসেবে অচিরেই দলটি জনগণের আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়।

প্রশ্ন– ১৩ ▸▸ যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভা গঠন ও বাতিল

নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী নাহিদ তার শিক্ষকের নিকট থেকে পাকিস্তান আমলের একটি মন্ত্রিসভা সম্পর্কে জানতে পারে। পূর্ব বাংলার একজন জাতীয় নেতার নেতৃত্বে এ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এ মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা ছিল ১৪। উক্ত মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রীই অর্থ, রাজস্ব ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্ব নেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ মন্ত্রিসভার কৃষি, সমবায় ও পল্লির উন্নয়ন বিভাগের দায়িত্ব লাভ করেন।

ক. সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক কে ছিলেন? ১

খ. কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে কেন? ২

গ. উদ্দীপকে কোন মন্ত্রিসভার পরিচয় ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত মন্ত্রিসভা স্বল্পকাল স্থায়ী হয়েছিল– তুমি কি বক্তব্যটি সমর্থন কর? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন কাজী গোলাম মাহবুব।

খ যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয় শুরু থেকেই মুসলিম লীগ সুনজরে দেখেনি। এ সময় শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক কলকাতা শহরে দুই বাংলা নিয়ে আবেগপ্রবণ বক্তব্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরাগভাজন হন। নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২১ ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটি ও বর্ধমান হাউসকে বাংলা ভাষার গবেষণা প্রতিষ্ঠান ঘোষণা দিলে কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

গ উদ্দীপকে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ৮ মার্চ পূর্ব বাংলায় প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ফলে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করে। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের ১৪ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। এছাড়া তিনি অর্থ, রাজস্ব ও স্বরাষ্ট্র বিভাগেরও দায়িত্ব নেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন বিভাগের দায়িত্ব লাভ করেন। অনুরূপভাবে উদ্দীপকেও দেখা যায়, নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী নাহিদ তার শিক্ষকের নিকট থেকে পাকিস্তান আমলের একটি মন্ত্রিসভা সম্পর্কে জানতে পারে। পূর্ব বাংলার একজন জাতীয় নেতার নেতৃত্বে এ মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১৪। উক্ত মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রীই অর্থ, রাজস্ব ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্ব নেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ মন্ত্রিসভার কৃষি, সমবায় ও পল্লীয় উন্নয়ন বিভাগের দায়িত্ব লাভ করেন।

ঘ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা স্বল্পকাল স্থায়ী হয়েছিল– বক্তব্যটি আমি সমর্থন করি। যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ জয় শুরু থেকেই মুসলিম লীগ সুনজরে দেখেনি। তারা যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে। এ সময় শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক কলকাতা সফরে দুই বাংলা নিয়ে আবেগপ্রবণ বক্তব্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরাগভাজন হন। নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২১ ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটি ও বর্ধমান হাউসকে বাংলা ভাষার গবেষণা প্রতিষ্ঠান ঘোষণা দিলে কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় সরকার সুযোগ খুঁজতে থাকে যেকোনো অজুহাতে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করতে। এমতাবস্থায় মে মাসে কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে কারা কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় জনগণের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এবং আদমজী জুট মিলে বাঙালি ও বিহারি শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক গোলযোগ হয়। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে ব্যর্থ বলে দায়ী করতে থাকে। একই সময় 'নিউইয়র্ক টাইমস'–এ ফজলুল হকের এক সাক্ষাৎকার বিকৃত করে প্রকাশিত হয় যে, তিনি পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা চান। এতে মুসলিম লীগ সরকার তাকে রাষ্ট্রোদ্রোহী বলে ঘোষণা দেয়। অবশেষে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনের ৯২ (ক) ধারা বলে ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল করে পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন জারি করে। মাত্র ৫৬ দিনের শাসনের পর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অবসান হয়। সুতরাং বলা যায়, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা স্বল্পকাল স্থায়ী হয়েছিল।

প্রশ্ন– ১৪ ▸▸ ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের সংবিধান

ইতিহাসের শিক্ষক মেহেদি হাসান সংবিধান সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তিনি বলেন, পাকিস্তান আমলে একটি সংবিধান প্রণয়নের সময় গণপরিষদের মূলনীতি কমিটির সদস্যরা পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত করে বিভিন্ন সুপারিশ ও প্রতিবেদন পেশ করে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানিরা তা প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের সমঝোতার ভিত্তিতে সংবিধানটি রচিত হলেও মাত্র দুই বছর পর তা স্থগিত করা হয়।

ক. কত খ্রিষ্টাব্দে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠিত হয়? ১

খ. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার গঠন ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কোন সংবিধানের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত সংবিধান প্রণয়ন ছিল তখনকার সময়ের দাবি– বিশ্লেষণ কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠিত হয়।

খ শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের ১৪ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও অর্থ, রাজস্ব ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্ব নেন। অন্য সদস্যদের মধ্যে আবু হোসেন সরকার বিচার, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার, সৈয়দ আজিজুল হক শিৰা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন বিভাগের দায়িত্ব লাভ করেন।

গ উদ্দীপকে ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের সংবিধানের প্রতিফলন ঘটেছে। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। প্রথম অবস্থায় নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ভারত স্বাধীনতা আইন দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। এরপর গণপরিষদ কর্তৃক সংবিধান রচনার জন্য একটি মূলনীতি কমিটি গঠন করা হয়। মূলনীতি কমিটির সদস্যরা বিভিন্ন সুপারিশ ও প্রতিবেদন পেশ করে। কিন্তু এসব সুপারিশ ও প্রতিবেদনে পূর্ব বাংলার জনগণকে সবদিক থেকে বঞ্চিত করা হয়। ফলে পূর্ব বাংলায় এর বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদ উঠে এবং তারা কমিটির সুপারিশকে প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে পশ্চিম ও পূর্ব অংশের নেতারা একটি সমঝোতায় আসতে সৰম হন এবং তারই ভিত্তিতে ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের সংবিধান রচিত হয়। কিন্তু ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করলে এ সংবিধান স্থগিত করা হয়। উদ্দীপকেও দেখা যায়, ইতিহাসের শিৰক মেহেদি হাসান সংবিধান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন– পাকিস্তান আমলে একটি সংবিধান প্রণয়নের সময় গণপরিষদের মূলনীতি কমিটির সদস্যরা পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত করে বিভিন্ন সুপারিশ ও প্রতিবেদন পেশ করে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানিরা তা প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের সমঝোতার ভিত্তিতে সংবিধানটি রচিত হলেও মাত্র দুবছর পর তা স্থগিত করা হয়।

ঘ ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের সংবিধান প্রণয়ন ছিল তখনকার সময়ের দাবি। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই বিভিন্ন পর্যায়ে দ্রুত সংবিধান রচনার দাবি ওঠে। পূর্ব বাংলা থেকে এ দাবি ছিল আরও জোরালো। পূর্ব বাংলার জনদাবিই ছিল নতুন সংবিধানের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন যেন অর্জিত হয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি ৰমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশে পরিণত করতে চাইল। প্রথম অবস্থায় নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ভারত স্বাধীনতা আইন দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। এরপর ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে পাকিস্তান গণপরিষদ গঠন করা হয়। এই গণপরিষদের দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রীয় আইনসভা হিসেবে কাজ করা এবং নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর অনীহায় গণপরিষদের কাজ ব্যাহত হতে থাকে। অবশেষে ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদ কর্তৃক একটি মূলনীতি কমিটি গঠন করা হয়। নানা কালৰেপণ করে মূলনীতি কমিটি ১৮ মাস পরে তার সুপারিশ ও প্রতিবেদন পেশ করে। এ কমিটির সুপারিশে পূর্ব বাংলার জনগণকে সবদিক থেকে বঞ্চিত করা হয়। ফলে ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হলে পূর্ব বাংলায় ব্যাপক প্রতিবাদ ওঠে এবং তারা কমিটির সুপারিশকে প্রত্যাখ্যান করে। এরপর মূলনীতি কমিটি ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় এবং ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় প্রতিবেদন প্রকাশ করে। কিন্তু সংবিধান প্রণয়নের বিষয়টি অমীমাংসিত রয়ে যায়। অবশেষে ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে গভর্নর জেনারেল পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের উদ্যোগ নেন। পশ্চিম ও পূর্ব অংশের নেতারা একটি সমঝোতায় আসতে সৰম হন। তারই ভিত্তিতে ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের সংবিধান রচিত হয়।

■ অনুশীলনমূলক কাজের আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১৫ ▸▸ ভাষা আন্দোলন

ক. কাদের সমন্বয়ে পাকিস্তান গণপরিষদ গঠন করা হয়? ১

খ. আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম কথাটি বাদ দেওয়া হয় কেন? ২

গ. ছবির নির্দেশিত দিবসকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বলার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত ছবির সাথে সংশিরষ্ট আন্দোলনের রাজনৈতিক গুরুত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে পাকিস্তান গণপরিষদ গঠন করা হয়।

খ অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেৰ নীতির কারণে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম কথাটি বাদ দেওয়া হয়। জন্ম থেকেই আওয়ামী মুসলিম লীগ অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেৰ রাজনৈতিক চেতনায় বিশ্বাসী ছিল। তাই ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ নাম ধারণ করে এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য এর দ্বার খুলে দেওয়া হয়।

গ ছবির নির্দেশিত দিবসটি হচ্ছে বাঙালি জাতির গৌরবময় আত্মদানের শহিদ দিবস। কারণ ছবিটি হচ্ছে ভাষা শহিদদের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য তৈরি শহিদ মিনার। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি এদেশের ভাষাপ্রেমী মানুষেরা তাদের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে মায়ের ভাষার মর্যাদা রৰা করে।

বাঙালির এ আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ বর্তমানে সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হচ্ছে। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্রজনতার জীবনদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কানাডা প্রবাসী মো. রফিকুল ইসলাম এ দিনটিকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দানের জন্য আবেদন করেন এবং পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের জোর প্রচেষ্টায় ইউনেস্কো ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দান করে। জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থা ইউনোস্কোর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বের ইউনেস্কোভুক্ত সকল দেশ এটি যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে উদযাপন করে। ৫ ডিসেম্বর, ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে জাতিসংঘ কর্তৃক শহিদ দিবসকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের বিষয়টি স্বীকৃতি হয়। ফলে বর্তমানে বিশ্বের সকল দেশে শহিদ দিবস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে।

ঘ ছবিতে শহিদ মিনার দেখা যাচ্ছে। এ ছবি তথা শহিদ মিনারের সাথে সংশিরষ্ট আন্দোলন হলো ভাষা আন্দোলন। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অনন্য সাধারণ ঘটনা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে এটি ছিল বাঙালি জাতির প্রথম প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ, বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রেরণা। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বাঙালি জাতি পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের অবহেলা, বঞ্চনা, শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিল। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবমাননা বাঙালির মনকে প্রবল নাড়া দিয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল পাকিস্তানিদের হাতে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি কিছুই নিরাপদ নয়। এভাবেই বাঙালির মাঝে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ বপিত হয়। যার ফলে সম্ভব হয় ষাটের দশকের স্বাধিকার আদায়ের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন। এর হাত ধরে স্বায়ত্তশাসনের দাবি

থেকে স্বাধীনতার দাবি এবং তারই ফলে বীর বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ করে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটায়।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন– ১৬ ▸▸ ভাষা আন্দোলনের পটভূমি

২১ ফেব্রুয়ারি নিশাত শহিদ মিনারে ফুল দিতে যায়। সেখানে তার অনেক শহিদের কথা মনে পড়ে যাদের ত্যাগের বিনিময়ে আমরা মায়ের ভাষায় কথা বলতে পারছি।

ক. ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে মুসলিম লীগ কয়টি আসন লাভ করে? ১

খ. পূর্ব পাকিস্তানিদের মাঝে কীভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ বপিত হয়? ২

গ. শহিদ মিনারে নিশাতের ফুল দেওয়ার পেছনে কোন আন্দোলনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলনের সফলতার প্রেরণায় বাঙালি স্বাধীনতা লাভ করে– বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি আসন।

খ ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বাঙালি জাতি পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের অবহেলা শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিল। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবহেলা বাঙালির মাঝে প্রবল নাড়া দেয়। তারা বুঝতে পারে পাকিস্তানিদের হাতে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি কিছুই নিরাপদ নয়। এভাবেই পূর্ব পাকিস্তানিদের মাঝে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ বপিত হয়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা কর।

ঘ ভাষা আন্দোলন স্বাধীনতা অর্জনে প্রেরণা যুগিয়েছে, তুমি কি একমত? আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ১৭ ▸▸ ভাষা আন্দোলনের পটভূমি

সৌমিকের বাবা একজন সুশিক্ষিত ও আধুনিক মানুষ। তিনি সৌমিককে উদয়ন স্কুলে বাংলা মিডিয়ামে ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সৌমিকের মা এতে নাখোশ। তিনি চান ছেলেকে অক্সফোর্ড ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করতে। কারণ তার বান্ধবীরা যারা গুলশানে বসবাস করছেন তাদের ছেলেমেয়েরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে পড়ালেখা করছে। কিন্তু সৌমিকের বাবা তাকে বুঝিয়ে বললেন, বাংলা মিডিয়ামে পড়ালেখা করে এদের চেয়েও মেধাবী হওয়া সম্ভব।

ক. যুক্তফ্রন্ট মূলত কতটি দল নিয়ে গঠিত হয়েছিল? ১

খ. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার গঠন বর্ণনা কর। ২

গ. কোন আন্দোলনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সৌমিকের বাবা সৌমিককে বাংলা মিডিয়ামে ভর্তি করিয়েছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জাতীয় জীবনে উক্ত আন্দোলনের প্রভাব ছিল তাৎপর্যপূর্ণ– বিশ্লেষণ কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্ট মূলত চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত।

খ শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের ১৪ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও অর্থ, রাজস্ব ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্ব নেন। অন্য সদস্যদের মধ্যে আবু হোসেন সরকার বিচার, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার, সৈয়দ আজিজুল হক শিক্ষা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি, সমবায় ও পল্লি উন্নয়ন বিভাগের দায়িত্ব লাভ করেন।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

ঘ জাতীয় জীবনে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ১৮ ▸▸ ভাষা আন্দোলন

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ সম্পর্কে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতি সাহেব পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ আচরণকেই দায়ী করলেন। তিনি তার আলোচনায় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নানা বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরেন এবং বলেন, এসব বৈষম্যের শিকার হয়ে বাঙালি প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে এবং প্রতিবাদের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে একটি জাতীয় আন্দোলনের জন্ম দেয়। এ আন্দোলন সাংস্কৃতিক বিষয়জনিত কারণে সৃষ্টি হলেও পরবর্তীতে তা রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়।

ক. যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কত খ্রিষ্টাব্দে? ১

খ. 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠিত হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আন্দোলন কীভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে ভূমিকা রেখেছিল– বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নভেম্বর।

খ দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম লীগের এক অংশ যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, সংস্কারপন্থী ছিল তাদের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল অপর অংশ নানাভাবে দমন, নিপীড়ন চালাতে থাকে। অন্যদিকে মুসলিম লীগের বঞ্চিত নেতাদের প্রতি জনসমর্থন বাড়তে থাকে। অবশেষে রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ১৯ ▸▸ ভাষা আন্দোলন

ইফতি ও তার বন্ধুরা ফুলের তোড়া ও পুষ্পস্তবক নিয়ে সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্য হচ্ছে, শহিদদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য স্মৃতিস্তম্ভে তা অর্পণ করা। সকলে গাইছে, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো .....' গানটি। স্মৃতিস্তম্ভের অদূরে একটি আলোচনা সভা চলছিল। সেখানে একজন বক্তার কণ্ঠ থেকে ভেসে আসছে, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানটি নিছক একটি গান নয়, এটি একটি চেতনা, আন্দোলনের প্রতীক। এ চেতনাই জন্ম দিয়েছে ছেষট্টির ৬ দফা, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ।

ক. মুসলিম লীগ কোন ধারার প্রতিনিধিত্ব করত? ১

খ. যুক্তফ্রন্ট বলতে কী বোঝ? ২

গ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. স্মৃতিস্তম্ভের কাছে যিনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তার বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুসলিম লীগ ধর্মীয় আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক ধারার প্রতিনিধিত্ব করত।

খ যুক্তফ্রন্ট মূলত চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হয়। ১. মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ,

শেরেবাংলা ফজলুল হকের কৃষক–শ্রমিক পার্টি, মওলানা আতাহার আলীর নেজাম–ই–ইসলামী পার্টি এবং হাজী দানেশের বামপন্থী গণতন্ত্রী দল।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার নির্মাণের পটভূমি ব্যাখ্যা কর।

ঘ ভাষা আন্দোলন বাঙালির মনে যে চেতনার জন্ম দিয়েছিল– তা ব্যাখ্যা কর।

প্রশ্ন– ২০ ভাষা আন্দোলন

আফজাল সাহেব দীর্ঘদিন ব্রাসেলস–এ বসবাস করার পর বাংলাদেশে ফিরে আসেন। তিনি দেখেন, তার ছোট ছেলে কথায় কথায় ইংরেজি ও হিন্দি বলে। তাতে তিনি বিরক্ত হয়ে তার ছোট ছেলেকে বিশ্বব্যাপী বাংলা ভাষার কদর ও মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এরপর থেকে শুদ্ধভাবে বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য তিনি তার ছেলেকে উপদেশ দেন। এ উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, 'এ ভাষায় কথা বলার অধিকার আদায় করতে গিয়ে এ জাতি স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেরণা পেয়েছিল।'

ক. পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? ১

খ. চট্টগ্রামস্থ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্পর্কে কী জান? ২

গ. আফজাল সাহেব কোন আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার ছেলেকে উপদেশ দেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আদনান সাহেবের সর্বশেষ বক্তব্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লিয়াকত আলী খান।

খ ২৬ মার্চ সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিট থেকে চট্টগ্রাম বেতারের কালুরঘাট ট্রান্সমিটিং সেন্টার থেকে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের' কর্মতৎপরতা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় এবং বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা সম্পর্কিত ঘোষণার বাংলা অনুবাদ উপস্থাপন করেন আবুল কাশেম সন্দ্বীপ। অতপর মূল ইংরেজি ভাষণ পাঠ করেন ওয়াপদার তৎকালীন প্রকৌশলী আশিকুল ইসলাম। ২৭ মার্চ সন্ধ্যাবেলা মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা কর।

ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' কত খ্রিষ্টাব্দে গঠন করা হয়?
উত্তর : 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে গঠন করা হয়।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ কত খ্রিষ্টাব্দে খাজা নাজিমুদ্দীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন?
উত্তর : ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে খাজা নাজিমুদ্দীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ কত খ্রিষ্টাব্দের সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়?
উত্তর : ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ কত খ্রিষ্টাব্দে ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হয়?
উত্তর : ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকার নাম কী?
উত্তর : ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকার নাম 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু'।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা কত ভাগ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা ছিল?
উত্তর : পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা ছিল।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ কত খ্রিষ্টাব্দে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করেন?
উত্তর : ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করেন।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ ২১ দফার প্রথম দফা কী ছিল?
উত্তর : ২১ দফার প্রথম দফা ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের কত তারিখে ভারত উপমহাদেশ ভাগ হয়?
উত্তর : ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ আগস্ট ভারত উপমহাদেশ ভাগ হয়।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের কত তারিখে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় আসেন?
উত্তর : ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় আসেন।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ পুরো পাকিস্তানের শতকরা কতভাগ মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলত?
উত্তর : পুরো পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলত।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ কার নেতৃত্বে তমদ্দুন মজলিশ গঠিত হয়?
উত্তর : অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে তমদ্দুন মজলিশ গঠিত হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠনের নাম কী?
উত্তর : ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠনের নাম তমদ্দুন মজলিশ।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কোন পার্টির সদস্য ছিলেন?
উত্তর : ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পূর্ব বাংলা কংগ্রেস পার্টির সদস্য ছিলেন।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করেন কে?
উত্তর : ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করেন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ অস্থায়ী শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয় কখন?
উত্তর : অস্থায়ী শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয় ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয় কোথায়?
উত্তর : আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার আরমানিটোলায়।

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক কী ছিল?
উত্তর : ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল নৌকা।

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥ ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট মোট কতটি আসন লাভ করে?
উত্তর : ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট মোট ২২৩টি আসন লাভ করে।

প্রশ্ন ॥ ২০ ॥ কার নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল?
উত্তর : শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয় কীভাবে?
উত্তর : ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির অধিকার হরণের চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। পুরো পাকিস্তানের মোট জনগোষ্ঠীর ৫৬% জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যালঘিষ্ঠ মাত্র ৩.২৭%

জনগোষ্ঠীর ভাষা উর্দুকে তারা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। শাসকগোষ্ঠী ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামত উপেৰা করে উর্দু ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ প্রথমেই প্রতিবাদমুখর হয়। তারা অন্যায় ও বৈষম্যমূলক এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায়। এভাবেই ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ পাকিস্তানের অন্যায় অত্যাচারের বিরবদ্ধে ভাষা আন্দোলন ছিল প্রথম প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ– ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অনন্য সাধারণ ঘটনা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরবদ্ধে এটি ছিল বাঙালি জাতির প্রথম প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ, বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রেরণা। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বাঙালি জাতি পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের অবহেলা, বঞ্চনা, শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিল। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবমাননা বাঙালির মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। ফলে এর বিরবদ্ধে তারা প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে ধারণা দাও?

উত্তর : ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করে যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসন লাভ করে। ৰমতাসীন মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি আসন, পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস ২৪টি, তফসিলি ফেডারেশন ২৭টি, খেলাফতে রব্বানী ২টি, খ্রিস্টান ১টি, বৌদ্ধ ১টি ও কম্যুনিস্ট পার্টি ৪টি আসন লাভ করে।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ ভাষা আন্দোলন বলতে কী বোঝ?

উত্তর : বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষি জনগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরবদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে তোলে ইতিহাসে তা ভাষা আন্দোলন নামে পরিচিত। অর্থাৎ বাঙালিরা মাতৃভাষা রৰার জন্য পাকিস্তান আমলে শাসকগোষ্ঠীর বিরবদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে তোলে তাকে ভাষা আন্দোলন বলে।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ বাঙালিদের মাঝে কীভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ বপিত হয়?

উত্তর : ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বাঙালি জাতি পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের অবহেলা শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিল। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবহেলা বাঙালির মাঝে প্রবল নাড়া দেয়। তারা বুঝতে পারে পাকিস্তানিদের হাতে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি কিছুই নিরাপদ নয়। এভাবেই বাঙালিদের মাঝে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ বপিত হয়।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম কথাটি বাদ দেওয়া হয় কেন?

উত্তর : অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেৰ নীতির কারণে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম কথাটি বাদ দেওয়া হয়। জন্ম থেকেই আওয়ামী মুসলিম লীগ অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেৰ রাজনৈতিক চেতনায় বিশ্বাসী ছিল। তাই ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ নাম ধারণ করে এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য এর দ্বার খুলে দেওয়া হয়।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ ২১ ফেব্রবয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করা হয় কেন?

উত্তর : ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রবয়ারি বাঙালি জাতি রক্তের বিনিময়ে মাতৃভাষার মর্যাদা রৰা করেছিল। বিশ্বের ইতিহাসে এটি একটি অনন্য সাধারণ ঘটনা। তাই ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর প্যারিসে ইউনেস্কোর অধিবেশনে একুশ ফেব্রবয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এভাবে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন আন্তর্জাতিক মর্যাদায় ভূষিত হয় এবং এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করা শুরব হয়।